NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ নিউ ইয়ারের চালচিত্রে আমরা যেমন

ওয়ানডে থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ওয়ার্নারের ৮

কলকাতা ২ জানুয়ারি ২০২৪ ১৬ পৌষ ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ২০১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 2.1.2024, Vol.17, Issue No. 201, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

রাম মন্দির ওড়ানোর হুমকি

অযোধ্যা, ১ জানুয়ারি: আগামী ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধন। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। এর মধ্যেই রাম মন্দিরের উদ্বোধনের আগেই মন্দির উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি এল। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকেও খুন করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, ভারতীয় কিষাণ মঞ্চের জাতীয় সভাপতি দেবেন্দ্র তিওয়ারির কাছে হুমকি ইমেইল আসে। সেই ই-মেইলে রাম মন্দির বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। মেইলে নিজেকে জুবেইর হুসেন খান হিসাবে পরিচয় দিয়েছে ওই হুমকি মেলের প্রেরক। সঙ্গে এও দাবি করা হ তিনি পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-র সঙ্গে যুক্ত। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এই ই-মেইল কোথা থেকে পাঠানো হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগামী ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের ৬ হাজার অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

লাইনচ্যুত টয়ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দার্জিলিং: বছরের শুরুতেই দার্জিলিঙে লাইনচ্যুত হল একটি টয় ট্রেন। সোমবার বিকালে ম্যারি ভিলার কাছে লাইনচ্যুত হয়ে যায় টয় ট্রেনটি। দুটি বগিতে অন্তত ৬০ জন পর্যটক ছিলেন। তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। যে টয় ট্রেনটি দুর্ঘটনার মুখে পড়ে সেটি দার্জিলিং স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। ঘুম স্টেশন হয়ে সোনাদা ঘুরে আবার দার্জিলিং স্টেশনের দিকে যেতে গিয়েই বিপত্তি ঘটে। ঘুম স্টেশন থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ম্যারি ভিলাতে লাইনচ্যুত হয় টয় ট্রেনটি। এখন প্রতি দিন ১২টি জয় রাইড চলছে দার্জিলিঙে। পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে আরও চারটি জয় রাইড বাড়িয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে উত্তর-পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলেন, 'ঘুম এবং দার্জিলিং স্টেশনের মাঝে একটি জয় রাইডের স্টিম ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়েছে। দুর্ঘটনার সময় পর্যটকেরা ট্রেনে ছিলেন। তবে দুর্ঘটনায় হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায়নি। ওই পর্যটকদের পরে সড়কপথে দার্জিলিং পাঠানো হয়েছে। টয় ট্রেনটি উদ্ধারের কাজ চলছে।'

গণ 'সূর্য নমস্কার'-এ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস

আমদাবাদ, ১ জানুয়ারি: গণ 'সূর্য নমস্কার'-এ গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তুলল নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাত। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানালেন সে কথাও। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে তিনি লেখেন, 'গুজরাত একটি অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে ২০২৪-কে স্বাগত জানিয়েছে। ১০৮টি ভেন্যুতে একসঙ্গে সূর্য নমস্কার করার জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড স্থাপন করেছে। ১০৮ নম্বরটি ভারতীয় সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।' সোমবার অর্থাৎ নতুন বছরের প্রথম দিনে গুজরাতে গণ 'সূর্য নমস্কার'-এর আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্যের ১০৮টি স্থানে এর আয়োজন করা হয়। 'সূর্য নমস্কার' করার জন্য হাজির ছিলেন ৪ হাজারের বেশি মানুষ। মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল মোধেরা সূর্য মন্দির এলাকাতেও।

নতুন বছরে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে টুইট বার্তা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনেই তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রতিষ্ঠা দিবস। দিনের শুরুতে সকালেই দলের নেতাকর্মী থেকে সমর্থকদের বার্তা দিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে মমতা লিখেছেন, 'মা-মাটি-মানুষের সেবায় ১৯৯৮ সালের পয়লা জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের পথচলা শুরু হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক যাত্রাপথে আমাদের মূল দিশারী ছিল দেশমাতৃকার সম্মান, বাংলা মায়ের স্বার্থ এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। আজও আমাদের দলের প্রতিটি কর্মী সমর্থক এইসব লক্ষ্যে অবিচল এবং অঙ্গীকারবদ্ধ। তাঁদের নিরলস আত্মত্যাগকে আমি বিনম্র চিত্তে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাই। তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার আজ অগণিত মানুষের আশীর্বাদ ভালোবাসা দোয়ায় পরিপূর্ণ। আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থনকে পাথেয় করেই বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবো আমরা। কোনরকম অপশক্তির কাছে

ফাইল চিত্র

মাথা নত নয়, সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের সংগ্রাম আজীবন চলবে। মা মাটি - মানুষ পরিবারের সকল কর্মী, সমর্থক এবং সদস্যকে জানাই প্রণাম ও শ্রদ্ধা।' এর পাশপাশি মুখ্যমন্ত্রী নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, 'শুভ নববর্ষ ২০২৪। আপনাদের সকলের প্রচুর আনন্দ, সুস্বাস্থ্য,সমৃদ্ধি, কামনা করছি। নতুন বছর সকলের জন্য সুখএবং সাফল্যে ভরে উঠুক।' এদিন স্টুডেন্টস ডে উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পড়ুয়াদের শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, 'স্টুডেন্টস ডে উপলক্ষে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নব প্রজন্মের স্বপ্নকে সফল করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বদা তাদের পাশে আছে।' দলের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে টুইট করে বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মুখ্যমন্ত্রী দলকে বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি নতুন বছরের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন রাজ্যবাসীকে। টুইট করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আজ তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের উদযাপন! আমাদের নিবেদিত সদস্যদের অটল সমর্থন এক অবিশ্বাস্য যাত্রা। জনগণের সেবা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আগামী দিনেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা সততা ও নিষ্ঠার সাথে জাতির সেবা করে যাব!'

ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনে কল্পতরু উৎসবে ভক্তদের ঢল নেমেছিল দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে। ছিল কড়া নজরদারিও। *ছবি: অদিতি সাহা*

জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক নতুন মুখ্য ও স্বরাষ্ট্র সচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করার ওপর জোর দিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা ও স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী রবিবার দায়িত্ব নেওয়ার পর সোমবার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। জেলাশাসকদের নিজের নিজের জেলায় আইনশৃঙ্খলায় আরও জোর দিতে বলা হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে আরও গতি আনতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। সূত্রের খবর, এদিন বৈঠকের শুরুতেই ভগবতী প্রসাদ জেলাশাসকদের বলেন, 'উন্নয়নমূলক কাজ আমাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জেলার উন্নয়নের জন্য জেলাশাসকরা তাঁদের নিজেদের পরিকল্পনার কথা বলতে পারেন।' তারপরই মুখ্যসচিব বলেন, 'নতুন বছরে অনেক শুভেচ্ছা রইল। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই জেলায় আইনশৃঙ্খলায় জোর দিতে হবে।' জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যসচিব বলেন, 'ভোটার তালিকা সংশোধনের যে কাজ হচ্ছে তা নির্ভুলভাবে আপনারা করুন। এই নিয়ে কোনও অভিযোগ আসা কাম্য নয়। দুয়ারে সরকারের পরিষেবা ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত দেওয়া হবে। পঞ্চায়েতগুলোর অধীনে যে রাস্তাগুলির নির্মাণ প্রকল্পের কাজ এখনও শেষ হয়নি সেগুলো আপনারা দ্রুত শেষ করুন।' বৈঠকে বলা হয়েছে, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরে যে অভিযোগগুলি আসছে সেই অভিযোগগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। মুখ্যসচিবের পাশাপাশি এদিনের বৈঠকে স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী জেলাশাসকদের বলেন, 'আইনশৃঙ্খলার বিষয় পুলিশ সুপাররা দেখবেন। কিন্তু আপনারা প্রতিনিয়ত তাঁদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করবেন। যাতে কোথাও কোনওভাবেই আইনশৃঙ্খলার কোনও অবনতি না হয়।'

উল্লেখ্য, বছর শেষে রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসনিক পদে বড় রদবদল ঘটেছে। বিশেষত, রাজ্যের মুখ্যসচিব ও ডিজির কর্মজীবনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় সেই রদ-বদল জরুরি হয়ে পড়েছিল। হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর জায়গায় ভগবতী প্রসাদকে মুখ্যসচিব হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এতদিন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব পদের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনি। বিপি গোপালিকাকে মুখ্যসচিব করায় তাঁর স্বরাষ্ট্রসচিব পদে দায়িত্ব দেওয়া হয় নন্দিনী চক্রবর্তীকে। রাজ্য পুলিশের নতুন ডিজি করা হয়েছে রাজীব কুমারকে।

নতুন বছরে ফের নতুন ট্রেন পেল বাংলা, শিয়ালদহ-বালুরঘাট এক্সপ্রেস ছুটবে আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন বছরের শুরুর দিনেই নতু ট্রেন পেল বাংলা।

কল্পতরু উৎসবের দিনেই আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু হল শিয়ালদহ-বালুরঘাট এক্সপ্রেস। যাত্রীরা মঙ্গলবার থেকেই এই ট্রেনে সফর করতে পারবেন। এই ট্রেনটি প্রতিদিন শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে রাত সাড়ে ১০টায়। নৈহাটি, ব্যান্ডেল হয়ে কাটোয়া লাইন ধরবে। মালদহ টাউন স্টেশনে পৌঁছবে ভোর ৫টা ৫০ মিনিটে। বালুরঘাট পৌঁছবে সকাল সাড়ে ৮টায়। বালুরঘাট থেকে ডাউন ট্রেনটি ছাড়বে সন্ধ্যা ৭টায়। একই রুটে এসে শিয়ালদহ পৌঁছবে ভোর ৪টে ২০ মিনিটে।

তবে বাংলার এই সৌভাগ্যর পিছনে রাজনীতি-যোগই দেখছে তথ্যভিজ্ঞ মহল। ক'দিন আগেই দেশের প্রথম 'অমৃত ভারত' এক্সপ্রেস চালু হয়েছে মালদহ থেকে। এ বার বছরের প্রথম দিনে শিয়ালদহ-বালুরঘাট এক্সপ্রেস পেল বাংলা। এই বছরেই লোকসভা নির্বাচন। বঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের চেয়ে উত্তরবঙ্গে বিজেপির সংগঠন তুলনায় বেশি শক্তিশালী। বালুরঘাট থেকেই সাংসদ হয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। প্রসঙ্গত আগেই সুকান্ত নিজের লোকসভা এলাকার মানুষের সুবিধার জন্য এমন একটি ট্রেনের দাবি তিনি রেল মন্ত্রকের কাছে জানিয়েছেন। এর পরে গত ৮

ডিসেম্বর এমন একটি ট্রেন চালানোর বিষয়ে সম্মতি জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিও দেয় রেল। এ বার সেই ট্রেন চালু হয়ে গেল। গত লোকসভা নির্বাচনে মালদহের একটি আসন ছাড়া সব ক'টিতেই জয় পেয়েছিল বিজেপি। এ বারও উত্তরে ভাল ফল করাই বিজেপির লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই একটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস রাজ্য পেয়েছে যেটি হাওড়া ও নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে চলাচল করে। গত সেপ্টেম্বরেই রেল জানিয়েছে আগরতলা থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে মালদহ ছুঁয়ে যাবে রাজধানী এক্সপ্রেস। উত্তরের সেই ট্রেন প্রাপ্তির তালিকায় নতুন সংযোজন সোমবার চালু হওয়া এক্সপ্রেসটি।

শীতের দেখা নেই দক্ষিণবঙ্গে, বুধের পর বাড়বে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন বছরের শুরুতেই শীতের দেখা নেই। বরং বাংলার একদিকে ঝঞ্ঝা, অপরদিকে ঘূর্ণাবর্ত। এই আবহে রাজ্যের বাতাসে জলীয়বাষ্প প্রবেশের ধারা বজায় আছে। আর তাই স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাও ওপরে থাকছে তাপমাত্রা। আরব সাগরে নিম্নচাপ শক্তি বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর উপকূল এ ঘূর্ণাবর্ত। দক্ষিণ পূর্ব আরব সাগরে নিম্নচাপ আগামী ৪৮ ঘণ্টায় সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। বাংলাদেশ ও সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। দক্ষিণ ভারতে উত্তর-পূর্ব হাওয়ার প্রভাব। তার জেরে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাঁকিয়ে শীতের কোনও সম্ভাবনাই নেই। সকাল সন্ধ্যা শীতের আমেজ থাকলেও বেলায় লাগবে না ঠান্ডা। বুধবারের পর থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে দক্ষিণবঙ্গে। তাপমাত্রা বাড়বে। বাতাসে বাড়বে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। শুক্র ও শনিবার মেঘলা আকাশ। হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা পশ্চিমের জেলাগুলিতে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের অনেকটাই উপরে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সোমবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। রবিবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪৯ থেকে ৯৬ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ১৭ থেকে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।আগামী ৭ দিন আবহাওয়া পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। সকাল সন্ধ্যায় শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় লাগবে না ঠান্ডা। সকালে হাল্কা-মাঝারি কুয়াশা ও ধোঁয়াশা। পরে মূলত পরিষ্কার আকাশ। এদিকে বৃষ্টি ও বরফেই বর্ষবরণ উত্তরবঙ্গে। নতুন বছরের শুরুতে বৃষ্টি ও হালকা তুষারপাতের সামান্য সম্ভাবনা দার্জিলিঙে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় হাল্কা বৃষ্টির পূর্বাভাস। হাল্কা তুষারপাত হতে পারে সান্দাকফু সহ দার্জিলিংয়ের উঁচু পার্বত্য এলাকায়। বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এর পাহাড়ি এলাকায়। রবিবার থেকে মঙ্গলবার এর মধ্যে এই বৃষ্টি ও তুষারপাতের প্রবল সম্ভাবনা।

প্রতিষ্ঠা দিবসে সুব্রত বক্সীর অভিষেককে নিয়ে মন্তব্যে তুমুল শোরগোল, প্রতিবাদ কুণালের

সন্ধেয় মমতার বাড়িতে অভিষেক-ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার তৃণমূলের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে নানা অনুষ্ঠানে একাধিক নেতার বিভিন্ন মন্তব্য ঘিরে সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্যের শাসকদলের রাজনীতি। কোথাও নবীন-প্রবীণ বিতর্ক উস্কে দেন দলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোথাও আবার দলের প্রবীণ নেতাদের ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। আর সুব্রত বক্সী মন্তব্য করেন, 'আমাদের ধারণা উনি (অভিষেক) লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছিয়ে যাবেন না। যদি লড়াই করেন, তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে লড়াই করবেন উনি।' এই মন্তব্যের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেন কুণাল।

দলের জন্মদিনের সকালে সুব্রত বক্সীর করা মন্তব্যে চলছে তুমুল সোরগোল। এই আবহেই সন্ধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। এর কিছু ক্ষণ পরেই মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাসভবনে যান কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

তৃণমূলের অন্দরে 'প্রবীণ-নবীন দ্বন্দ্ব' চলছে। এই পরিস্থিতিতে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের ভূমিকা নিয়েও শুরু হয়েছে তর্কবিতর্ক। নতুন বছরের পয়লা জানুয়ারি, দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর মন্তব্যে সেই জল্পনার পারদ আরও চড়ল। সোমবারে দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণে সুব্রত বক্সী বলেছেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সর্ব স্তরের ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সাধারণ সম্পাদক। স্বাভাবিক ভাবেই এই নির্বাচনে যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই করেন, নিশ্চিত ভাবে আমাদের ধারণা উনি লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছিয়ে যাবেন না। যদি লড়াই করেন, তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে লড়াই করবেন উনি।'

ঘটনাচক্রে, তৃণমূল সূত্রে দাবি, দিন দুয়েক আগেই ঘনিষ্ঠ মহলে অভিষেক জানিয়েছিলেন, লোকসভা ভোট-যুদ্ধে তিনি নিজেকে নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন।

তৃণমূলের মুখপাত্র তথা রাজ্য দলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ একটি সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, সুব্রত বক্সীর বাক্যগঠন নিয়ে তাঁর 'আপত্তি' রয়েছে। কুণালের কথায়, 'অভিষেক লড়াইয়ের ময়দানেই রয়েছেন। আর তিনি যে কথা বলতে চান, তা শুনলে দলেরই মঙ্গল।' বক্সীর বাক্যগঠনে কেন আপত্তি, তা অবশ্য খোলসা করেননি কুণাল। তবে তাঁর ঘনিষ্ঠদের ব্যাখ্যা, বক্সীর কথা শুনলে মনে হচ্ছে অভিষেক লড়াইয়ের ময়দানে নেই। যেন তিনি পালিয়ে যেতে চাইছেন! অভিষেক-ঘনিষ্ঠ এক নেতার কথায়, 'এই ধরনের আলটপকা কথা বলে আসলে অভিষেকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা হয়েছে।'

সোমবার সন্ধ্যা ৬টার খানিক আগে মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাসভবনে একে একে উপস্থিত হন অভিষেক ও ফিরহাদ। মনে করা হচ্ছে, লোকসভা নির্বাচনের আগে দলীয় নেতাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে মন্তব্য, পাল্টা মন্তব্যের বিরুদ্ধে এ বার কড়া পদক্ষেপ নিতে চায় দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই একে একে দলের নেতাদের কালীঘাটে ডেকে পাঠাচ্ছেন মমতা নিজেই।

জাপানে ভয়াবহ ভূমিকম্প, জারি সুনামির সতর্কবার্তা

টোকিও, ১ জানুয়ারি: ইংরেজি বছরের শুরুর দিনেই তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপান। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৭.৪। ভূমিকম্পের ফলে ভয়াবহ সুনামির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জাপানের পশ্চিম উপকূলে ৫ মিটার উঁচু সুনামির ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা আবহাওয়াবিদদের।

জাপানের ভূকম্পণ গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, সোমবার পশ্চিম জাপানে ৭.৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়েছে। ভূমিকম্পটি নোটো, ইশিকাওয়াতে আঘাত হানে। ভূমিকম্পের কারণে ইশিকাওয়াতে তাৎক্ষণিক সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়। পর পর দু'বার জোরালো ভূমিকম্প জাপানে। কেঁপে ওঠে কুরলি দ্বীপ এবং সংলগ্ন এলাকা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল অনেকটাই বেশি। ফলে কম্পনে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আমেরিকার ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ২টো ৪৫ মিনিটে জাপানে ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৫। জোরালো কম্পনের রেশ কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আবার কেঁপে ওঠে দ্বীপের মাটি। কুরলি দ্বীপে বিকেল ৩টে ৭ মিনিট নাগাদ আবার ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে এ বার কম্পনের মাত্রা হয় ৫। দু'টি ভূমিকম্পের মাঝে ব্যবধান ছিল মাত্র ২২ মিনিটের।

এদিকে দ্য জাপান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজধানী টোকিও ও কান্তো অঞ্চলে ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হয়েছে। জাপানি পাবলিক ব্রডকাস্টার এনএইচকে-এর মতে, সুনামির সতর্কতার পর ৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ঢেউয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। আর সেই কারণেই এলাকাবাসীদের এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে উপকূলীয় এলাকা ছেড়ে ভবনের শীর্ষে বা উঁচু ভূমিতে সরে যেতে বলা হয়েছে। এনএইচকে-এর মতে, ইশিকাওয়ার ওয়াজিমা শহরের উপকূলে ১ মিটারেরও বেশি উঁচু ঢেউ আসতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। তবে এখনও কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর নেই। ইয়ামাগাটা এবং হায়োগো সুনামির সম্ভাবনা রয়েছে। ২০১১ সালের তোহোকুতে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। ১৮ হাজার এরও বেশি লোক মারা গিয়েছিলেন। সেই ভূমিকম্পটি ছিল জাপানে রেকর্ড করা সবচেয়ে বড়। ১৯০০ সালের পর বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম। তবে এদিনের ভূ-কম্পনেও ক্রমশ বাড়ছে উদ্বেগ।

শেওড়াফুলি স্টেশনের কাছে লাইনে ফাটল, বিঘ্ন হয় ট্রেন চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদন, শেওড়াফুলি: রেল লাইনে ফাটল। বছরের প্রথম দিনেই হাওড়া ব্যান্ডেল শাখায় ট্রেন চলাচলে বিপত্তি। সোমবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ শেওড়াফুলি স্টেশনের কাছে ছাতুগঞ্জ ময়লাপোতা সংলগ্ন এলাকায় ছ'নম্বর লাইনে পেট্রোলিংয়ের সময় ফাটল দেখতে পান রেল কর্মীরা। ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ডাউন লাইনে শেওড়াফুলি স্টেশনে বেশ কয়েকটি ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে। রিভার্স লাইন দিয়ে ধীর গতিতে ট্রেন চালু থাকে। ইতিমধ্যেই রেলের ইঞ্জিনিয়ার কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। লাইন মেরামতি চলছে। ফাটল ধরা রেলের পাত বদল করার কাজ শুরু হয়েছে। তবে ঘটনার জেরে ওই লাইনে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। বছরের প্রথম দিনই জেলা, মফস্বল থেকে প্রচুর মানুষ ভিড় জমান কলকাতায়। নিকোপার্ক থেকে ইকোপার্ক, চিড়িয়াখানায় ভিড়। সেক্ষেত্রে জেলার নিতান্ত মধ্যবিত্তের কাছ কলকাতায় আসার প্রধান মাধ্যম ট্রেন। সেক্ষেত্রে বছরের প্রথম দিন সকালেই এই ভাবে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় সমস্যায় যাত্রীরা। সেজেগুজে স্টেশনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় বহু মানুষকে। তবে রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, দ্রুত মেরামতির চেষ্টা চলেছে। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। হাওড়াগামী ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে। একাধিক ট্রেন দেরিতে চলেছে। এক যাত্রী বলেন, একটু অসুবিধা তো হচ্ছেই। সকাল সকালেই পরিবার নিয়ে বেরিয়েছিলাম। সমস্যা হল। ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। তবে ভাগ্য ভাল রেলকর্মীরাই দেখতে পেয়েছেন। না হলে বড় বিপদ হয়ে যেত। কেবল মানুষ ঘুরতে আসছেনই না, অনেকেরই অফিস খোলা। তাঁরা অফিস আসছেন। সেক্ষেত্রে তাঁরাও সমস্যায় পড়েছেন।

সুপ্রিমোর নির্দেশ পুরনো কর্মীদের সম্মান দিতে হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলের সুপ্রিমোর নির্দেশ পুরনো কর্মীদের সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। সোমবার ব্যারাকপুরে দলের ২৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন ব্যারাকপুর মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় কাঠালিয়া মোড়ে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় হাজির ছিলেন সাংসদ অর্জুন সিং। সেখানে তিনি বলেন, পুরনো কর্মীদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। দলের সর্বোচ্চ নেত্রী এটাই নির্দেশ দিয়েছেন। সম্প্রতি দেগঙ্গার সভায়ও তিনি পুরনো কর্মীদের সম্মান দেওয়ার কথা বলেছেন। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে সাংসদ বলেন, মানুষের কাজ করতে হবে। মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন মোহনপুর ও শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যথাক্রমে নির্মল কর ও অরুণ ঘোষ। অপরদিকে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন ব্যারাকপুর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গীতালি বিশ্বাসের উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের জনদরদী সাংসদ অর্জুন সিং। রক্তদান শিবিরে হাজির হয়ে সাংসদ দাবি করলেন, লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় ৪২ টি আসনেই তৃণমূল জয়লাভ করবে। উক্ত রক্তদান শিবিরে সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান ও উপ-পুরপ্রধান যথাক্রমে উত্তম দাস ও সুপ্রভাত ঘোষ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I Dilip Kumar Chandra S/o Lt. Subrata Chandra R/o GC-37, Narayantala West PO Deshbandhunagar, PS Baguiati, Kol-59,North 24 Parganas declare that Dilip Chandra and Dilip Kumar Chandra are the same and one identical person and there are no difference between each and other vide affidavit before Notary Public at Kolkata on 14.12.23.

নাম-পদবী

গত ২০/১২/২০২৩ নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ৮৯৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Kajal Gupta D/o. Samu Gupta নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ayesha Khatun W/o. Aftab Alam নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২রা জানুয়ারি। মঙ্গলবার, ১৬ ই পৌষ। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল মহাদশা। বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা ,কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার , রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : আজ তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : আজ হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রী র বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : আজ বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : আজ নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো?

মকর রাশি : আজ লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ।বান্ধবীর দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পয়ন্তীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন কলকাতা মেট্রোর শীর্ষকর্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার মেট্রো রেল ভবনে পয়মন্তী বৈশ্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন কলকাতা মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি।

কলকাতা মেট্রোর কর্মী পয়মন্তী সম্প্রতি হরিয়ানার পঞ্চকুলায় অনুষ্ঠিত ৮৫তম সিনিয়র জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৩-এ মহিলা একক বিভাগে স্বর্ণপদক জেতেন। রেলওয়ে স্পোর্টস প্রোমোশন বোর্ডের (আরএসপিবি) প্রতিনিধিত্ব করে তিনি এই চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস ইভেন্টে রুপো পেয়েছেন। এদিন সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি আগামী সমস্ত টুর্নামেন্টের জন্য মেট্রোর শীর্ষকর্তা তাঁকে শুভেচ্ছাও জানান।

স্বল্প সঞ্চয়ে নতুন সুদের হার সোমবার থেকে কার্যকর হল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বল্প সঞ্চয়ে নতুন সুদের হার সোমবার থেকে কার্যকর হল। তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ডাকঘরের সঞ্চয় প্রকল্পগুলির প্রচারে নেমেছে । সাধারণ মানুষ যাতে সেই প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করেন সেজন্য জেলায় জেলায় লিফলেট বিলি করে প্রচার চালানো হচ্ছে। রাজ্যের মানুষ যাতে চিট ফান্ডের মতো কোনও প্রতারণার ফাঁদে না পড়েন এবং নিরাপদ জায়গায় টাকা রাখতে পারেন, তার জন্য মানুষকে সচেতন করার এই উদ্যোগ বলে অর্থ দপ্তরে তরফে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকার আগামী তিন মাসের জন্য দু'টি প্রকল্পে সুদের হার বাড়িয়েছে। তিন বছরের মেয়াদি আমানতে ০.১ শতাংশ সুদ বাড়ানো হয়েছে। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায় বেড়েছে ০.২ শতাংশ সুদ। অন্য দিকে, বিগত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ধাপে ধাপে নানা সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার বাড়িয়েছে কেন্দ্র। সেগুলি তুলে ধরেই প্রচারপর্ব শুরু করেছে রাজ্য অর্থ দপ্তর ।

ডাকঘরের সঞ্চয় প্রকল্পগুলি থেকে যে রাজ্যে যত টাকা আদায় হতো, এক সময় তার উপর নির্ভর করেই ঋণ পেত রাজ্যগুলি। তাই ওই সঞ্চয় প্রকল্পগুলি বিক্রির ব্যাপারে আগ্রহী ছিল বিভিন্ন রাজ্য সরকার। ওই প্রকল্পগুলির বেশিরভাগই ছিল এজেন্ট নির্ভর। এজেন্টরাই আমানতকারীদের কাছে পৌঁছতেন এবং প্রকল্প বিক্রি করতেন। এখন এজেন্সি প্রথা চালু থাকলেও ধাপে ধাপে তাঁদের কমিশন অনেকটাই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রকল্পে কমিশন দেওয়া বন্ধই করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, প্রকল্পগুলি কেন্দ্রের হলেও এজেন্ট নিয়োগের অধিকার রয়েছে একমাত্র রাজ্য সরকারের। এখনও সেই নিয়ম চালু আছে। রাজ্যগুলি এখন স্বল্প সঞ্চয় থেকে ঋণ না পেলেও প্রতিটি রাজ্যেই অর্থদপ্তর এজেন্ট নিয়োগ করে। বাংলায় 'স্বল্প সঞ্চয় অধিকার' বিভাগ সেই দায়িত্ব নেয়। প্রতিটি জেলায় তাদের অফিসও আছে।

পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্বে সুমিত সরকার

২০২৪এর ১ জানুয়ারি থেকে সুমিত সরকার, (আইআরএসএমই)-কে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করা হল। এর আগে তিনি অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজারের পদে ছিলেন। এর আগে তিনি দক্ষিণ পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ সেফটি অফিসারের মতো বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে কাজ করেছেন। এছাড়াও পূর্ব রেলের চিফ ওয়ার্কশপ ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনে ডিভিশনাল ম্যানেজার, নর্থ ফ্রন্টিয়ারা রেলের কাটিহারেও ডিআরএম হিসেবে ছিলেন। এছাড়াও বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন তিনি।

জইশ প্রধান মাসুদ আজহার নিহত! গাড়িতে বিস্ফোরণের ভিডিও ভাইরাল

ইসলামাবাদ, ১ জানুয়ারি: পুলওয়ামা হামলার অন্যতম চক্রী মাসুদ আজহার হত! আজ সোমবার মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্সে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিয়োটিতে দেখা গিয়েছে, একটি গাড়ি বিস্ফোরণে সব তছনছ হয়ে গিয়েছে। ওই গাড়িতে ছিল মাসুদ আজহার ছিলেন বলে দাবি অনেকের। জইশ প্রধান ভাওয়ালপুরের একটি মসজিদ থেকে এদিন ভোর ৫টা নাগাদ ফেরার পথেই ঘটে যায় বিস্ফোরণ।

প্রসঙ্গত, ভারতকে বারবার ক্ষতবিক্ষত করেছে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহার। ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকার শীর্ষে রয়েছে তার নাম। ২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলার অন্যতম চক্রী মাসুদ আজহার। এমনকি, ২০০১ সালে সংসদ ভবনে হামলা, ২০০৫ সালে অযোধ্যায় বিস্ফোরণ-সহ একাধিকবার ভারতকে রক্তাক্ত করেছে মাসুদ আজহার।

কাঁকিনাড়ার রথতলায় শীতবস্ত্র প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভাটপাড়া পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সোমবার সন্ধেয় কাঁকিনাড়ার রথতলা মোড়ে সেবামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচাতে এদিন অসহায় মানুষজনকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। উক্ত সামাজিক কর্মকাণ্ডে হাজির সাংসদ অর্জুন সিং, ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ, সিআইসি অমিত গুপ্তা, কাউন্সিলর দেবপ্রসাদ সরকার, ভাটপাড়ার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার, কাউন্সিলর দেবপ্রসাদ সরকার, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, রত্নেশ্বর দাস প্রমুখ। জনসংযোগ বাড়াতে দলীয় কর্মীদের এদিন তিনি বেশি করে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত থাকার পরামর্শ দিলেন।

২০০ কম্বল প্রদান বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আজ ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে একটু অন্যরকম ভাবে পালিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রায় ২০০ জনকে শীতবস্ত্র এবং কম্বল তুলে দিলেন কোতুলপুর বিধানসভার বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল মহিলা নেত্রী সঙ্গীতা মালিক,কোতুলপুর ব্লক সভাপতি তরুণ কুমার নন্দীগ্রামি, কোতুলপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনুমুন মিদ্যা সহ একাধিক নেতৃত্ব। উষ্ণতার ছোঁয়া পেয়ে বেজায় খুশি এলাকাবাসী। দু' হাত ভরে তাঁরা আশীর্বাদ প্রদান করলেন কোতুলপুরের বিধায়ককে।

বছরের প্রথম দিনে ইকো পার্কে উপচে পড়া ভিড়। কৃত্রিমভাবে তৈরি পিরামডিরে সামনে উৎসাহী দর্শকরা।

এক বছরে নীতীশের সম্পত্তি বাড়ল দ্বিগুণ

পটনা, ১ জানুয়ারি: বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। সোমবার এমনই তথ্য সামনে এল নীতীশের পেশ করা তথ্য থেকেই। ২০২৩-এর জানুয়ারির গোড়ায় নীতীশ তাঁর সম্পত্তির ক্ষেত্রে যে তথ্য দিয়েছিলেন তাতে তাঁর মোট ৭৫.৩৬ লক্ষ টাকার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। ২০২৪-এর প্রথমেই এই সম্পত্তির যে তথ্য দিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে গত এক বছরে জেডিইউ প্রধানের সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি।

ভারত তত্ত্ববিদ ড. বেণীমাধব বড়ুয়া'র ১৩৬ তম জন্মজয়ন্তী পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত তত্ত্ববিদ ড. বেণীমাধব বড়ুয়া'র ১৩৬ তম জন্মজয়ন্তী, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া যথাযথ মর্যাদায় পালন করল। ড. বি এম বড়ুয়া দ্বাদশ স্মারক বক্তৃতা ২০২৩ প্রদান করলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাংলাদেশ), প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের (ভূতপূর্ব) প্রধান অধ্যাপক ড. মোকাস্মল এইচ. ভুঁইয়া। ড. বি এম বড়ুয়া স্মারক উপহার ২০২৩ প্রাপক কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ভূতপূর্ব আধিকারিক ও সমাজ হিতৈষী (দিল্লি নিবাসী) শ্রী জয়দত্ত বড়ুয়া।

বিশেষ সম্মানে ভূষিত হলেন বাংলাদেশ সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র সাধারণ সম্পাদক ড. সঙ্ঘপ্রিয় মহাথের। সম্মানিত অতিথি ধর্মপ্রিয় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিশন'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ভদন্ত ড. জিনপ্রিয় মহাথের এবং বিখ্যাত ক্যানসার রোগ বিশেষজ্ঞ ও বহুগুনে গুণান্বিত ডা শংকর কুমার নাথ। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন তদন্ত ড. রতনশ্রী মহাথের। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন অঞ্জলি চর্চা কেন্দ্রের শিল্পীবৃন্দ, নির্দেশনায় টুম্পা চক্রবর্তী। বিশেষ আকর্ষণ ছিল ডা শংকর কুমার নাথ'র একক সংগীত পরিবেশন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির আয়োজন ও পরিচালনা করেন কোষাধ্যক্ষ অমলেন্দু চৌধুরী। ড. বি এম বড়ুয়া বৃত্তি ২০২৩ প্রধান করা হয় ৩৮ জন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের।

স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট দীপক কুমার বড়ুয়া, ধন্যবাদ প্রদান করেন ভিক্ষু বিশ্বজিৎ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি আয়োজন ও পরিচালনা করেন অমলেন্দু চৌধুরী।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২ জানুয়ারি ২০২৪ ১৭ পৌষ ১৪৩০ মঙ্গলবার

কল্পতরু উৎসব উপলক্ষ্যে কাশীপুর উদয়নবাটিতে জনসমগাম। ছবি: অদিতি সাহা

নববর্ষে ভাঙড়ের আরও চার নতুন থানা আসছে কলকাতা পুলিশের আওতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অপরাধ কমাতে বাড়ল তৎপরতা। নতুন বছরের আরও চারটি নতুন থানা আসতে চলেছে কলকাতা পুলিশের আওতায়। নতুন থানাগুলি হল, বারুইপুর জেলা পুলিশের অধীনস্থ কাশীপুর, পোলেরহাট, চন্দনেশ্বর ও ভাঙড় থানা। কলকাতা পুলিশ সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংশ্লিষ্ট থানাগুলিকে কলকাতা পুলিশের আওতাধীন করে পুনরায় উদ্বোধন করবেন। রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বার বার উঠে এসেছে হিংসার খবর। একের পর এক হিংসাত্মক ঘটনার জন্য শিরোনামে আসে ভাঙড়। এলাকায় একাধিক খুন এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে থাকে। ফলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠতে থাকে প্রশ্ন। তারপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা পুলিশের নগরপাল বিনীত গোয়েলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ভাঙড়ের কয়েকটি থানা কলকাতা পুলিশের আওতাধীন করতে। সেই মতো কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বিভিন্ন থানা পরিদর্শন করেন। তারপর বারুইপুর পুলিশ জেলার কাশীপুর থানা ভেঙে উত্তর কাশীপুর এবং পোলেরহাট থানা এবং ভাঙড় থানা ভেঙে ভাঙড় ও চন্দনেশ্বর থানা গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগেই কলকাতা পুলিশের নগরপাল বিনীত গোয়েল ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, বছরের শুরুতেই কলকাতা পুলিশ চারটি নতুন থানা পাবে। ইতিমধ্যেই ভাঙড় থানায় তৈরি হয়েছে কলকাতা পুলিশের নতুন ট্রাফিক গার্ড। এখান থেকে মূলত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করার কাজ চালাবে কলকাতা পুলিশ। পাশাপাশি ভাঙড়ের নলমুড়িতে তৈরি করা হচ্ছে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের একটি বড় অফিস।

২০২৪-এ তিনটি সরকারি রুট তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন বছরে তিনটি সরকারি বাস রুট যাচ্ছে বেসরকারি হাতে। চলতি মাস থেকেই এই রুটগুলোতে সরকারি বাস চালাবে বেসরকারি সংস্থা। তবে শুধু এই তিন রুটই নয়। পিছনে আরও ১২টি রুটকে লাভজনক করতে পিপিপি মডেলে বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এমনটাই খবর সূত্রে। সূত্রে এও খবর মিলছে, ভবিষ্যতে দূরপাল্লার কিছু রুটকেও তালিকায় আনা হচ্ছে। তবে সে প্রক্রিয়া এখনও চূড়ান্ত হয়নি। উল্লেখ্য, কলকাতায় এখন মোট ১২০টি সরকারি বাসরুট আছে। ৪০টি এসি এবং ৮০টি নন-এসি। আরও বেশি সংখ্যায় বাস রাস্তায় নামানোর লক্ষ্যেই এই পিপিপি মডেলে যাচ্ছে পরিবহণ দপ্তর। কারণ রাস্তায় বাস না থাকার অভিযোগ প্রায়ই যাত্রীদের থেকে আসে।

পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, এস ৪৭ (ইডেন সিটি-হাওড়া), এস ৩২ (ব্যারাকপুর -হাওড়া) এবং কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়া একটি রুটকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। মোট ২৫টি বাস এই তিন রুটকে দেওয়া হচ্ছে। বাসপিছু এককালীন ৫০ হাজার টাকা এবং প্রতি মাসে ৬ থেকে ৮ হাজার টাকা করে পাবে পরিবহণ দপ্তর। চালক এবং কন্ডাক্টর থাকবে ওই সংস্থার। এছাড়া বাসের রক্ষণাবেক্ষণও করবে তারা। তবে সাধারণ মানুষের আশঙ্কা, পিপিপি মডেলে চলা এই বাসে সরকারি বাসের তুলনায় বেশি ভাড়া নেওয়া হতে পারে। যেমনটা এখন বেসরকারি বাসে নেওয়া হয়।

এদিকে পরিবহণ দপ্তরের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, যখন পিপিপি মডেলের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল, তখন উল্লেখ করা হয়েছে, কোনওভাবেই বাড়তি ভাড়া নেওয়া যাবে না। যদি অভিযোগ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তখন ওই সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। এরপর ধাপে ধাপে আরও ১২ রুট এই মডেলে চালানো হবে। এদিকে এই হস্তান্তর প্রসঙ্গে পরিবহণ দপ্তরের এক কর্তা জানাচ্ছেন, দিনভর বাস চালিয়ে, ড্রাইভার ও কন্ডাক্টররা যে হিসাব দেন, তাতে বলা হয়, বাস চালিয়ে লাভ হচ্ছে না। তাই এবার বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়ে রাজ্য সরকার দেখতে চায়, বাস চালিয়ে আদৌ কোনও লাভ হচ্ছে কি না। বাস চালানোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা নিজেদের চালক ও কন্ডাক্টর নিয়োগ করতে পারবে। তবে দিনের শেষে বাস জমা রাখতে হবে কোনও সরকারি ডিপোতেই। আবার সকালবেলায় এসে দপ্তরের নির্দিষ্ট বিভাগকে জানিয়ে ডিপো থেকেই বাস রাস্তায় নামাতে হবে।

স্কুলে ভর্তির ফি বাবদ বীজপুরে সাংসদের আর্থিক সাহায্য পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ইংরেজি নববর্ষের দিনে সোমবার আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের পড়ুয়াদের হাতে ভর্তির ফি বাবদ অর্থ তুলে দিলেন সাংসদ অনুগামীরা। এদিন বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের হালিশহর বৈদ্য পাড়ায় এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ২০ জন পড়ুয়ার হাতে নতুন শ্রেণিতে ভর্তির ফি বাবদ কিছু অর্থ তুলে দেওয়া হল। উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে হালিশহরের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান তথা সাংসদ অনুগামী রাজা দত্ত বলেন, বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। দু-একদিনের মধ্যেই নতুন শ্রেণিতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে। তাই এদিন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের প্রদেয় ভর্তির ফি বিবাদ অর্থ কিছু পড়ুয়ার হাতে তুলে দেওয়া হল। রাজা দত্তের কথায়, বীজপুর কেন্দ্রের বাসিন্দারা যাদের ভর্তির ফি জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হয়, তাদেরকেই এই সহযোগিতা করা হল। তাছাড়া পুনরায় যারা আবেদন করবে, তাদেরকেও নতুন শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আর্থিক সহায়তা করা হবে। হালিশহরের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত ছাড়াও এদিন হাজির ছিলেন সাংসদ অনুগামী প্রাক্তন কাউন্সিলর বন্ধু গোপাল সাহা, বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা বাণীব্রত ব্যানার্জি, অতনু রায় চৌধুরী, অরিন্দম দে, শুভেন্দু সরকার, সংগ্রাম সরকার প্রমুখ।

তোলার টাকা না দেওয়ায় ইট দিয়ে থেঁতলে ব্যবসায়ীকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তোলার টাকা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীকে ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করার অভিযোগ উঠল স্থানীয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ঘোলা থানার বিলকান্দা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অপূর্বনগরে। মৃত তৃণমূল কর্মীর নাম অভিজিৎ বিশ্বাস ওরফে বিষ্ণু (২৫)। তাঁর চানাচুরের কারখানা রয়েছে। যদিও মৃত ব্যবসায়ী এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসেবেই পরিচিত ছিল। অভিযোগ উঠেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই এলাকার দুষ্কৃতী বাদল মণ্ডল ও তার দলবল অভিজিতের কাছে তোলার টাকা চাইছিল। তোলার টাকা না পাওয়ায় ক্ষোভে অভিজিতকে ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করল দুষ্কৃতীরা। মৃতের স্ত্রী মৌ বিশ্বাস জানান, এলাকার কিছু দুষ্কৃতী তাঁর স্বামীর কাছে তোলার টাকা চেয়ে হুমকি দিত। তাই কয়েকদিন ধরে ওকে বাড়ি থেকে বেরোতে দিতাম না। কিন্তু রবিবার রাতে বাবাই দা ওকে পার্টি অফিসে ডেকেছিল। সেখান থেকে মেয়ের স্কুলের জিনিসপত্র কিনে স্বামী বাড়ি ফিরছিল। মৌ দেবীর অভিযোগ, বাড়ির কাছেই

স্থানীয় দুষ্কৃতীরা তাঁর স্বামীর ওপর হামলা চালায়। রাস্তায় ফেলে স্বামীকে ওরা এলোপাতাড়ি পেটায়। মাথায় ইট দিয়ে ওরা আঘাতও করে। এলাকার লোকজন ঘটনাস্থলে আসতেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। এদিকে রক্তাক্ত অবস্থায় অভিজিতকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ওকে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। বাদল ছাড়াও ঘটনায় রাজা, বলাই, নীতিশ ও অর্জুন জড়িত বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের। মৃতের মা আলপনা বিশ্বাস জানান, লোন নিয়ে চানাচুর কারখানা তৈরি করা হয়েছে। তবুও বাদল মণ্ডল ও তার দলবল দু'লক্ষ টাকা তোলা চেয়েছিল। ওই টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় ওরা ছেলের ওপর রেগে ছিল। আলপনা দেবীর অভিযোগ, টাকা না পেয়ে ওরা কালী পুজোর তিনদিন বাদে কারখানায় ভাঙচুর চালায়। সিসিটিভি ক্যামেরা ও মিটার বক্স ওরা ভেঙে দেয়। এমনকি ক্যাশ বাক্স থেকে ওরা টাকা লুট করে চম্পট দেয়। সেইসময় ঘোলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ তখন কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ মৃতের মায়ের। তাঁর অভিযোগ, রবিবার রাতে পিস্তলের বাট দিয়ে ছেলের মুখে আঘাত করে সমস্ত দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আর ইট দিয়ে ছেলের মাথা থেঁতলে খুন করা হয়েছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস জানান, মৃত অভিজিৎ তাঁর মামাতো ভাই। রাতে বাইকে করে তাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন। বাদল, অর্জুনরা তাদের পথ আটকায়। বাইক থামাতেই পাশের গলি থেকে সাত-আটজন এসে প্রথমে তাকে মারধর শুরু করে। সেখান থেকে সে কোনওক্রমে পালিয়ে বাঁচেন।

চাকরিতে দুর্নীতি দল বরদাস্ত করবে না, বার্তা ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'চাকরির জন্য টাকা দেওয়া আর মায়ের শরীর থেকে মাংস কেটে নেওয়া একই বিষয়।' দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনই ফিরহাদের গলায় শোনা গেল এমনই অনুশোচনার সুর। অর্থাৎ চাকরি ক্ষেত্রে দুর্নীতি ঠিক কতটা গুরুতর অপরাধ, সোমবার সেটাই ধরা পড়ল তাঁর বক্তব্যে। পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট করে দেন, চাকরিতে দুর্নীতি, দল কোনও ভাবেই বরদাস্ত করবে না। ইতিমধ্যেই নিয়োগ দুর্নীতিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জালে দলের একাধিক হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রী বিধায়ক, এমনকী সরকারি আমলারাও। সোমবার দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যেই ফিরহাদ বলেন, 'আমরা তৃণমূল কংগ্রেস একটা সংসার। কিছু মানুষ নিশ্চিত ভাবে অন্যায় করেছেন। দুর্নীতি জড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু তা বলে আমরা সবাই নই।' এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, 'স্বীকার করতে বাধা নেই, দলের একাংশ দুর্নীতি করেছে।' তবে এই বার্তা দেওয়ার

পাশাপাশি নিজেকে ক্লিনচিটও দেন তিনি। এই প্রসঙ্গে ফিরহাদকে বলতে শোনা যায়, 'আমার বাড়িতেই সিবিআই তল্লাশি চালিয়েছে। তবে চেতলার বুকে কোনও মানুষ দাঁড়িয়ে আজ বলতে পারবে, ফিরহাদ হাকিম কোনও দুর্নীতি করেছেন? ২৫ বছরে কোনও কাউন্সিলর, কোনও প্রমোটার, কারোর কাছ থেকে হাত পেতে একটা পয়সা নিয়েছেন?'

এরই পাশাপাশি এদিন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে ফিরহাদ জানান, 'আমি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের থেকেও ওপরে দেখি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।'

প্রসঙ্গত, বর্ষশেষেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'সান্তা ক্লোজ' অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন ফিরহাদ হাকিম। তাঁর ব্যাখ্যা ছিল, সারাবছর নানা সামাজিক প্রকল্প দিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মানুষের পাশে থাকেন। এবার তাঁকে রামকৃষ্ণের ওপরে স্থান দিলেন। আর তাঁর এই বক্তব্য থেকে এটাও স্পষ্ট যে, তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের চোখে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী রামকৃষ্ণ এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিবেকানন্দ হলেও কুণালের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

বর্ষবরণের রাতে কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ১ হাজার ৫৭০

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্ষবরণের রাতে শহরে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে গ্রেপ্তার করা হল ১৫৭০ জনকে। এরমধ্যে বিনা হেলমেটে বাইক চালানোর অভিযোগ রয়েছে ৫৫৭টি। এছাড়াও বাইকে বসা অনেক সওয়ারি হেলমেট ছাড়াই যাতায়াত করছেন। সেই অভিযোগ রয়েছে ২১৬টি। তবে শুধু হেলমেট নয়। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর অভিযোগ জমা পড়েছে ৩১১টি। এছাড়াও, মদ্যপান করে বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর জন্য ২৮৭ টি এবং অন্যান্য কারণে ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগ ১৯৯ জনের বিরুদ্ধে। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে রাতের

কলকাতার দুই জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাতে কারও প্রাণহানি ঘটেনি, অল্পবিস্তর আহত হওয়ার খবর মিলেছে।

উল্লেখ্য, করোনার জেরে দু'বছর চুটিয়ে হইহুল্লোড় করতে পারেনি এ শহর। এ বছরও করোনার খবর সামনে আসছে কিন্তু রোগভোগকে থোড়াই কেয়ার বাঙালির! চার্চ থেকে চিড়িয়াখানায় ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। হোটেল রেস্তোরাঁগুলিতে তিল ধারণের জায়গা নেই। আর শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সচল রাখতে সারা রাত চলেছে পুলিশের নজরদারি। এদিকে বছরের প্রথম দিনও কলকাতার বিভিন্ন স্থানে উৎসব, অনুষ্ঠান হয়। পর্যটন স্থানগুলিতে বেড়াতে যান প্রচুর মানুষ। সে সব জায়গার নিরাপত্তার জন্যও বাড়তি পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এই দিনটিতেও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা বাড়তি দায়িত্ব থাকে পুলিশের। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা কম। লালবাজারের দাবি, ভিড় নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সফল পুলিশ।

বাস বাতিলের সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সমস্যায় পড়বেন শহরবাসী, দাবি বেসরকারি বাস সংগঠনের

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতার সড়ক পরিবহণে একটা বড় পরিবর্তন ঘটার কথা ২০২৪-এ। কারণ, এই বছরেই নির্দেশ রয়েছে ১৫ বছরের পুরনো বাস বাতিলের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০০৯ সালে কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে নির্দেশ ছিল, ১৫ বছরের পুরনো কোনও বাস শহরে চালানো যাবে না। এই ইস্যুতে শীর্ষ আদালতের শরনাপন্ন হন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। শীর্ষ আদালত অবশ্য এই মামলটি পাঠিয়ে দেয় হাইকোর্টে।

এদিকে এই ইস্যুতে দীর্ঘকাল ধরেই লড়াই চালাচ্ছেন বেসরকারির বাস মালিকরা। সংগঠনের তরফ থেকে বারংবার অনুরোধ জানানো হচ্ছে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করা হোক। কারণ হিসেবে সামনে আনা হচ্ছে কোভিডের সময় দু'বছর শহরের রাস্তায় বাস না চলার ঘটনাকেই। এই ঘটনায় বেসরকারির বাস সংগঠনের সম্পাদক শাসকদলের কাছে বারংবার অনুরোধও জানিয়েছেন, যাতে পরিবহণ দপ্তর সদর্থক পদক্ষেপ নিয়ে বাস বাতিলের এই মেয়াদ বৃদ্ধি করে। শুধু তাই নয়, কোভিড মহামারির ইস্যুকে সামনে এনে বেসরকারি বাস মালিকদের ইউনিয়নের তরফ থেকে এও দাবি করা হয় যে, এই মুহূর্তে আর্থিক ভাবে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় রয়েছেন বেসরকারি বাসমালিকরা। আর তার ফলে নতুন করে ২৫-৩০ লাখ টাকা খরচ করে নতুন বাস নামানো সম্ভবই নয় তাঁদের পক্ষে। এর মাঝেও এই সমস্যার থেকে বাঁচতে এক নয়া পথ বাতলে ছিলেন তপনবাবু। তাঁর পরামর্শ ছিল, বাসের বডি না বদলে শুধুই বদলানো হোক ইঞ্জিন। কারণ, দূষণ ছড়ায় ইঞ্জিন থেকে, বাসের বডি থেকে নয়। এতে একদিকে যেমন আদালতের নির্দেশও মান্য করা হত ঠিক তেমনই আর্থিক সমস্যায় পড়তে হত না বাস মালিকদের। তবে এ ব্যাপারে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি সরকারের তরফ থেকে। এদিকে আদালতের রায়ে ২০২৪ সালের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে ১৫ বছর বয়সসীমার ঊর্ধ্বে চলে যাওয়া বাসগুলি বন্ধ করে দিতে হবে। আর তা যদি হয় তাহলে নিঃসন্দেহে মুখ থুবড়ে পড়বে কলকাতা সহ উপকণ্ঠের সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা। কারণ, কলকাতায় প্রতিদিন প্রায় হাজার পাঁচেক বেসরকারি বাস চলে। আদালতের এই নির্দেশ কার্যকরী হলে সমস্যায় পড়বেন আম-আদমি।

এদিকে নানা কারণে এখন বেসরকারি বাসের বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে মেট্রো। মেট্রোর সম্প্রসারণের জেরে খুব সহজে দক্ষিণেশ্বর থেকে নিউ গড়িয়া পর্যন্ত চলে যাওয়া যায় নিমেষেই। এদিকে আবার শিয়ালদা আর সেক্টর ফাইভের মধ্যেও মেট্রো পরিষেবা শুরু হওয়ায় সমস্যা অনেকটাই মিটেছে সল্টলেকে যাওয়ার ক্ষেত্রেও। এদিকে কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, নিউ গড়িয়া থেকে রুবির মধ্যে মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে দ্রুতই। ফলে সেখানেও সড়কপথের ওপর আমজনতার নির্ভরতা অনেকটাই কমবে। তবে সমস্যা তৈরি হয়েছে এসপ্ল্যানেড আর হাওড়ার মধ্যে মেট্রো পরিষেবা নিয়ে। এটি ২০২৩-এর শেষে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা নানা কারণে শুরু হয়নি। এই সমস্যা দ্রুত মিটবে আশা করা যায়। এই সমস্যা মিটে গেলে কলকাতায় আক্ষরিক অর্থেই লাইফ-লাইন হয়ে উঠবে এই মেট্রোই, এমনটাই ধারনা তিলোত্তমাবাসীর অধিকাংশের।

তবে এই দাবি সম্পূর্ণ সঠিক বলে মানতে রাজি নন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে, বেসরকারি বাসের কোনও বিকল্প হতে পারে না। বেসরকারি বাস যে বিপুল সংখ্যক যাত্রী বহন করে তা মেট্রোর পক্ষে সম্ভব হবে না। শুধু তাই নয়, বাস শহরে থেকে শহরের উপকণ্ঠের প্রত্যন্ত জায়গাতেও পৌঁছে দেয় মানুষকে। এইসব প্রত্যন্ত জায়গা বা কম দূরত্বের কোনও গন্তব্যে কখনও-ই মেট্রো পরিষেবার মাধ্যমে পৌঁছনো সম্ভব নয়। সেখানে বেসরকারি বাসের সংখ্যা রাস্তায় কমে গেলে দাপট বাড়বে অটোর। অটোর দৌরাত্ম্য বাড়লে শুধু বেসরকারি পরিবহণের-ই ক্ষতি হবে তাই নয়, সমস্যায় পড়বেন আমজনতাও। বেআইনি অটোতে ভরে যাবে রাজ্ঞ স্তাঘাট। ফলে যাঁরা নিজেদের গাড়িতে যাতায়াত করেন তাঁদের পক্ষে নিশ্চিন্তে গাড়ি চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে বলেই মনে করছেন তপনবাবু। এই মুহূর্তে অটোর উপদ্রবে বেসরকারি বাস মালিকরা অতিষ্ঠ। এরপর অটোর দৌরাত্ম্য বাড়লে বেসরকারি বাস ব্যবসায় আসতে গেলে চিন্তা করবেন অনেকেই। আর সেই কারণেই ২০২৪-এ সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রে ঠিক কী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সরকার, সেই দিকে তাকিয়ে বেসরকারি বাস সংগঠন থেকে আমজনতা উভয়েই।

বিধাননগরে পার্কিং চক্রের জেরে নাজেহাল অফিসযাত্রী থেকে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সল্টলেকে ফের পার্কিং নিয়ে সামনে আসছে বিস্তর অভিযোগ। টাউনশিপ এলাকাগুলির পাশাপাশি সল্টলেকের অফিস পাড়াগুলিতেও সক্রিয় পার্কিং চক্র। এই পার্কিং চক্রের জেরে নাজেহাল নিত্যদিন যাঁরা যাতায়াত করেন সিটি সেন্টার, ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টার বা ইজেডসিসি এবং সেক্টর ফাইভে।

সল্টলেকে সাধারণত যে সব গাড়িচালকরা আসেন তাঁদের অভিযোগ, গাড়ি পার্কিং নিয়ে প্রতিনিয়ত তাঁদের দালালদের খপ্পরে পড়তে হয়। বিধাননগর পুরসভার কোনও পরিচয়পত্র ছাড়াই গাড়ি চালকদের থেকে পার্কি ফি নেয় দালালরা। এ দিকে প্রধান রাস্তা ও ফাঁকা প্লটগুলিতে সল্টলেকের অধিকাংশ পার্কিং জোন রয়েছে। এরমধ্যে অনেকগুলি পার্কিং লটকে অনুমোদন দিয়েছে বিধাননগর পুরসভা। বিভিন্ন বেসরকারি

সংস্থাগুলিকে পার্কিং লটগুলি লিজে দিয়েছে বিধাননগর পুরসভা।

সূত্রে এ খবরও মিলছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে যে এলাকাগুলিতে 'নো পার্কিং' বোর্ড লাগানো হয়েছে, সেখানেও দেদার বেআইনি পার্কিং ব্যবসা চালাচ্ছে দালালরা। আর এই সব জায়গায় পার্কিং করতে সল্টলেকের বাসিন্দা ও অফিসযাত্রীদের থেকে চড়া হারে পার্কি ফি নেওয়া হচ্ছে। এদিকে বিধাননগর পুরসভা সূত্রে খবর, দালালরা বেআইনিভাবে পার্কিং ফি আদায় করছে। বিধাননগর পুরসভা সূত্রে খবর, দু'চাকার জন্য ঘণ্টায় ১০ টাকা চারচাকার জন্য ঘণ্টায় ২০ টাকা পার্কিং ফি বরাদ্দ করা হয়েছে। সেখানে কলকাতা পুরসভা এলাকায় সকাল ৭টা থেকে রাত ১০ অবধি দু'চাকার জন্য ঘণ্টায় ৫ টাকা চারচাকার জন্য ঘণ্টায় ১০ টাকা নির্ধারিত। বাস্তবে ছবিটা কিন্তু তা নয়, যা দাবি করা হচ্ছে বিধাননগর পুরসভার তরফ থেকে। সল্টলেক সিটি সেন্টারের নিকটবর্তী এলাকায় দালালরা চারচাকা গাড়ির জন্য ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ টাকা পার্কিং ফি আদায় করছে। সেক্টর ফাইফের অবস্থাও খানিক একই। এই প্রসঙ্গে বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীও জানান, 'অভিযোগ এসেছে, কিন্তু এখনও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে খুব তাড়াতাড়ি এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে। অভিযোগ নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখা হবে।'

সম্পাদকীয়

গৃহশ্রমিকদের লড়াইতে আমাদেরও সঙ্গ দরকার

গৃহশ্রমিকদের ঘণ্টায় কত টাকা হারে বেতন হবে, তার পরিমাপ করা হবে কোন মানদণ্ডে, মাসে কত দিন ছুটি দেওয়া হবে, ছুটি নিলে বেতন কাটা যাবে কি না, পুজোর বোনাস দেওয়া হবে কি না ইত্যাদি প্রশ্ন কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে তোলা হচ্ছে, সেটাই ভাবার। সম্পাদকীয়তে সঙ্গত ভাবেই বলা হয়েছে, ভারতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বলে গণ্য হন, তাঁদের অসহায়তার সুযোগ নিতে সকলেই অভ্যস্ত। 'কাজের মেয়ে'কে নিয়ে অনেক নালিশ; তাঁরা নাকি অলস, অদক্ষ, অপরাধপ্রবণ। তবু এই দরিদ্র, স্বল্পশিক্ষিত নারীশ্রমিকরাই লক্ষ লক্ষ গৃহ জঞ্জালমুক্ত করছেন, বৃদ্ধ ও শিশুদের পরিচর্যা করছেন, হরেক রুচির রান্না করে সাজিয়ে রাখছেন। সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের বৃহত্তর অংশের কর্মজীবন তাঁদের গৃহশ্রমের উপর নির্ভরশীল।

বাস্তবে গৃহশ্রমিক, বিশেষ করে পরিচারিকাদের কাজের নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা বলতে কিছুই নেই। কোভিডের সময় অধিকাংশের দুর্দশা ছিল চরমে। নানাবিধ অভিযোগের ভিত্তিতে যখন তখন কাজ থেকে বিতাড়িত করার ঘটনাও ঘটে আকছার। বহু ক্ষেত্রে যৌন হয়রানির ঘটনাও ঘটে, যা সব সময় প্রকাশ্যে আসে না। জেলাশাসকের নেতৃত্বে প্রতিটি জেলায় কমিটি গড়ার পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হয়নি।

ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন- এর বয়ান অনুযায়ী, ভারতে গৃহশ্রমিকের সংখ্যা দুই থেকে আট কোটি, যাঁদের অধিকাংশই মহিলা। এঁদের রোজগারের নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও আইনি পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। প্রচলিত আইন অনুযায়ী, এঁদের উপযুক্ত আবাসন বা অন্যান্য নাগরিক সুযোগসুবিধাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অধরা। সুলভ রেলের পাসও আজকাল সহজে মেলে না। ধারাবাহিক আন্দোলন সংগঠিত করার মাধ্যমে ২০০৮ সালে এ রাজ্যে স্বনিযুক্ত শ্রমিক হিসাবে 'ভবিষ্যনিধি প্রকল্প', পরবর্তী পর্যায়ে যা সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, এবং তারও পরে যা বিনামূল্যের সামাজিক সুরক্ষা যোজনাতে রূপান্তরিত হয়েছে, তাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকলেও অনলাইনের মাধ্যমে তা কার্যকর হওয়ার ফলে এবং বেশির ভাগ সময়ে অনলাইন ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে রাখায় এক বিরাট সংখ্যক পরিচারিকা বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের সংগঠনের রেজিস্ট্রেশনও কোনও অজ্ঞাত কারণে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। শ্রমের মর্যাদা আদায়ের জন্য গৃহশ্রমিকদের লড়াইকে জোরদার করতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

শাশ্বত কথা

সত্যকথা

সত্যকথা কলির তপস্যা। কলিতে অন্য তপস্যা কঠিন। সত্যবচন, পরস্ত্রী মাতৃসমান। এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝুট জবান,সত্যতে থাকলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখনও মিথ্যা হতে দেন না। কায়মনবাক্যে বার বৎসর সত্য পালন করলে মানুষ সত্য-সঙ্কল্প হয়। যারা বিষয় কর্ম করে, অফিসের কাজ কি ব্যবসা তাদের সত্যতে থাকা উচিত। আমি এই ভেবে যদিও কখন বলে ফেলি যে বাহ্যে যাব, যদি বাহ্যে নাও পায় তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে করে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই- পাছে সত্যের আঁট যায়।

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

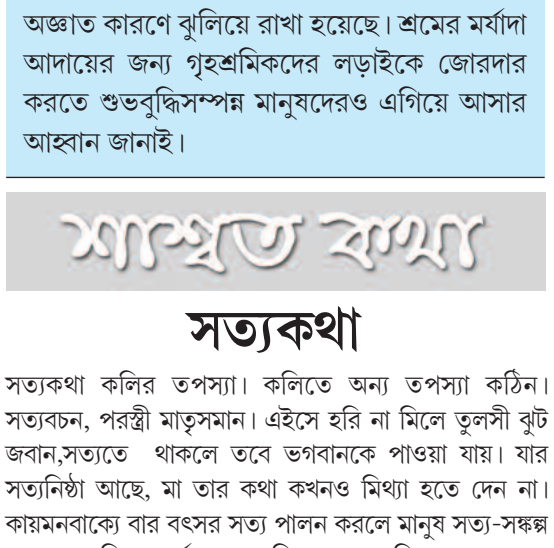

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

১৯৫৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কীর্তি আজাদের জন্মদিন।*
১৯৬০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রমন লাম্বার জন্মদিন।*
১৯৬০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

নিউ ইয়ারের চালচিত্রে আমরা যেমন

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

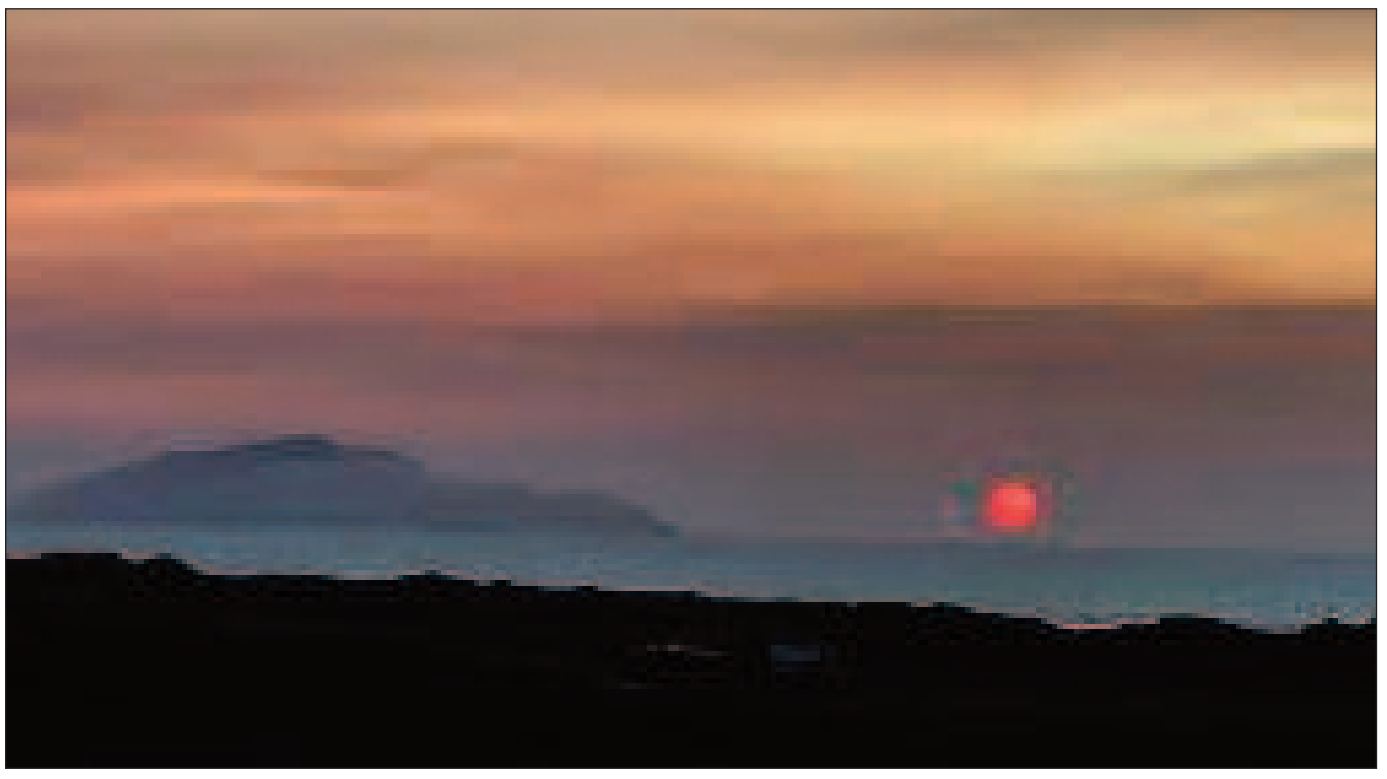

নিউ ইয়ার এলো। আমাদের কত স্বপ্ন, কত আশা, কত ভালোবাসা, কত আবেগ, কত অনুভুতি আরো কত কি কাজ করে মনে মনে। আমরা একটা নতুন বছরে কত রেজ্যুলেশন নিয়ে ফেলি নিজেরাই। ভাবী যা কিছু গত বছরে ভুল ছিল তা এবার আমার শুধরাতে হবে। হবেই। বিশেষত যারা শিক্ষার্থী। যেমন ধরা যাক কেউ ভাবলো এবার ক্লাসে টপ হতেই হবে তো কেউ ভাবলো এবার অঙ্কে কিংবা ইংলিশে জোর দিতেই হবে। মানে নতুন বছর হলে আমাদের এ বয়সের ভাবনার অন্ত নেই। অবশ্য গত বছর থেকে এই ভাবনার সলতে পাকানোর কাজটি শুরু হয়ে যায়। কি সুন্দর রুটিন মাফিক চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলি। অনেক অভিভাবক আবার প্রায়ভেট মাস্টারকে একটা ভালো রুটিং করে দেবার আবেদন করেন। মাস্টার আর কি করবে। কার বাড়ির কি পজিশন না জেনে কি করে রুটিং করবে! তবু সম্মতি দেয়। আর করেও দেয়। অভিভাবক ততটাই খুশি। এটা একটু ভালো ও মাঝারি মানেদের কথা বললাম। তবে একটু বখাটে ছেলে মেয়েরা কি ভাবে নিউ ইয়ারে মজে চলুন সেই মনে ঘুরে আসি।

কাল রাতে অনেক দেরী করে বাবু বাড়ি ফিরেছেন। ক্লাবে ফিস্ট না কি ছিল। আজ এগারোটা বাজলো। এখন বাবু ঘুম থেকে উঠলেন। কি করবে বাপের খাচ্ছে আর সারাদিন গরু ছড়াচ্ছে। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। লজ্জা করে না। দুবার নাইনে ফেল। নে বাবা এবার তো পড়াটা ছাড়। ঢের হয়েছে। ওর মা চিৎকার করে -- কি যা তা বলছো, ও তো এখন বাচ্ছা ছেলে। না হয় একটু বন্ধুদের সাথে ক্লাবে ফিস্ট করেছে। বছরের শেষ দিন। তাতে কি এমন মহাভারত অসুচি হলো। বাবার উত্তর -- দাও-- প্রশ্রয় দাও। বুঝবে! এই তো খ্রীষ্ট মাস মানে ২৫শে ডিসেম্বর গেলো আবার ৩১ ডিসেম্বর আবার আজকে আছে নাকি! ফুর্তির জোয়ার। যত দিন যাচ্ছে আদিখ্যেতা বাড়ছে।--- তুমি কি তোমার সময়ের কথা ভাবছো? এখন সময় অন্য। নতুন যুগ। সব কিছু সেকেলে হলে হবে নাকি? -- তা তো বটেই। যুগ সময় অন্যতে তো দু'বার ফেল করতে হয় তাই না! লজ্জা লাগে না এভাবে প্রশ্রয় দিতে! তর্ক বিতর্ক চলতেই থাকে। ছেলের আবার কিছু টাকা তুলতে যেতে হবে। অঙ্কে ফেল করলেও ক্লাবের ক্যাসিয়ারে তো নাম কামিয়েছে! সুতরাং সকালে একবার যেতেই হবে। তাই ছুটলেন বাবু। আজ ফাস্ট জানুয়ারি বলে কথা।

আরেক শ্রেনির ছেলে মেয়ে আছে সমাজে। যারা যারা স্কুল ছুট। তারা মজে কাজে। কারণ পয়সার তো অবশ্যই দরকার জীবনে। তারা চরম কাজে ব্যস্ত থাকে। সারা বছরে কোনো ছুটি থাকে না বললেই চলে। না নতুন বছরেও কোন ও ছুটি নেই। কিন্তু আজ ছুটি করবে। কারণ আজ নতুন বছর। একটু মস্তি না করলে হবে না। মানে একটু নিজের মত বাঁচা। নিজের ঘরও নেই। তবু পার্টি হবে। সব লোগো কি নেওয়া হয়ে গেছে। মানে আমত্রণ হয়ে গেছে। সবাই মিলে একটু এনজয় করা আর কি। লুচি, কষা আলুর দম,মাংস চাটনি পাঁপড় সঙ্গে মদ কমন। কারো আবার ছাদ হলে তো কথাই নেই। খুব মস্তি হবে। বাড়ির বাচ্ছাদের ঘুমিয়ে পড়লে মাতা মাতিটা বেশি হয়। তারপর চলে বাওয়ালী। তখন কে কাকে সামলায়। পরিমানে যে কম খেয়েছে তারই ওপর ভার পরে সামলানোর। তারপর যদি সে সিনিয়র হয় তো কোনো কথা হবে না। সব সামলানোর দায়িত্ব তার।

অবশ্য এ অবস্থায় আছে পাড়ার বহু ছাদ। বক্স মাইক চালিয়ে জোরদার উল্লাস। এ ক্ষেত্রে মেয়েরা কম যায় না। মায়েরা বেজায় ছাড় দেয় এ সময়ে। তার হাতেও গ্লাস। জানলে অবাক হবেন মা ডেকে দিয়েছেন তার পুরোনো ক্রাশ অমিতকে। মানে এনজয়। সে নাকি সব ভুলতে চায়। সঞ্জয়কে নাকি তার পছন্দ না। কিন্তু কি করবে মেয়েরা আর কত দিন বসে থাকবে! অমিতের জবাব--আমি তো আজও বসে আছি। অপেক্ষায়। --আর আমি যন্তনায়। ওই দেখ মেয়ে নাচছে। নাচুক। জীবনটাকে এনজয় করুক। কর তে করতে একদিন ভালো মন্দ সব বুঝে যাবে। ওর বাপ কি বুঝবে ওইসব। ' জীবন' কি জানে? শিক্ষক। মাস্টার। পড়ায়। জীবনের পড়াই জানলো না। অথচ ডাকাবুকো মাস্টার। কি লাভ বল? ইয়েস, এই পরিবারকে আমি চিনি। আপনি হয়তো এই রকম হাজার পরিবারকে চেনেন। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলুন তো ওই পরিবারের লোকগুলি কি ঠিক? অবশ্যই ঠিক নয়। এটা মাস্টার বুঝলো কিন্তু তার পরিবার! না বুঝলো না। রাত-বিরেতের এই ভন্ডামি দেখতে দেখতে পাড়ার লোক বিরক্ত। তাই আবার অন্যত্র যাওয়া। যেতে যেতে ওই মহিলা বলে --- এখানে কালচার বলে কিছু নেই।

এবার পয়সাওয়ালা বখাটে ছেলে মেয়েদের কথা বলি। এদের নিউ ইয়ার একটা জাস্ট ছুতো। সারা বছরই কিছু না কিছু লেগে আছে। আর নিউ ইয়ারের প্রথম দিন বলে কথা। এমন কোন হোটেল,এমন কোন পাব, এমন কোন বার পাবেন না যা আগে থেকে বুকিং করা নেই। সুতরাং পয়সা উড়ছে। সরকার এ অবস্থায় উদাসীন। কারণ তার লাভজনক অধ্যায় এই সব ইভেন্ট। তাই আমাদের যেনো কিছু করার নেই। আমরা কিছু আটকাতে পারছি না। কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের গীলে ফেলেছে। আমরা কিছুতেই এর থেকে মুক্তি পেতে পারছি না। আপনি হয়ত আপনার ছেলে মেয়েকে ভালো স্কুলে পড়াশুনা করিয়েছেন। কিন্তু কি হলো! কিছুতেই আপনি বাইরের জৌলুস চালাচিত্র থেকে নিজের পরিবারকে সামলাতে বা বের করতে পারছেন না। আপনি হয়তো দুনিয়া বেশি দেখেছেন। কিন্তু আপনার কথা কেউ শুনলে তো। এ ভাবেই বিনষ্ট হচ্ছে গোটা সমাজ। আপনি চেষ্টা করেও তাকে সামলাতে পারছেন না।

তা বলে এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই উৎসবে যোগ দিতে বা মাতামাতি করার বিরুদ্ধে কথা বলছি। বরং যোগ দেওয়ার কথাই বলছি। তবে কতটা সময় দেবেন সেটা মাথায় রাখতে হবে। এও দেখতে হবে আমার আনন্দ অন্যের নিরানন্দের বা নিজের ঘর, নিজের জীবনের কোনো ক্ষতি করছে নাতো? কারণ দেখা গেছে অতিরিক্ত আমন্দ,নেশা মানুষের জীবন নষ্ট করছে। আর এতে সবথেকে ক্ষতি হয়েছে পড়া শুনো করা ছেলেমেয়েদের। তাই সময় থাকতেই সতর্ক হন। সকলে। তাই আরও একবার না হয় চেনা কথাটাই বলি — সব পেলে নষ্ট জীবন!

ইংরেজি নববর্ষ এবং বাঙালি প্রত্যাশা

প্রদীপ মারিক

একটা ইংরেজি বছর পার করে আর একটি নতুন বছরের প্রতীক্ষায়। কেমন কাটবে, ভূত ভবিষৎ নিয়ে আমরা যেমন চিন্তিত আবার আনন্দিত-ও। আমরা এগিয়ে চলেছি সকলকে নিয়ে, এইটাই আমাদের বাংলার সাংকৃতি। যা চলে গিয়েছে তা তো আর ফেরত আসবে না, সেই ভুল ত্রুটি সরিয়ে একটা খাঁটি মানুষ হয়ে উঠতে হবে। চলতে হবে ধর্ম মতে। আমরা বাঙালিরা পারবো সেই কথা রাখতে কারণ আমরা যে-যে ধর্ম মতেই হই না কেন আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে ঈশ্বর বাস করেন। আমরা স্বামীজি, শ্রী রামকৃষ্ণ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের বই পড়ি এবং খাঁটি মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি। বাঙালি হিসেবে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী গৌরব গাঁথা। তাই ইংরেজি নতুন বর্ষ আমাদের কাছে অতি আপন। আধুনিক গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ও জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে শুরু হয় নতুন বছর। তবে ইংরেজি নতুন বছর উদযাপনের ধারণাটি আসে খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে। তখন মেসোপটেমিয় সভ্যতার বর্তমান ইরাক দেশের নাগরিকরা নতুন বছর উদযাপন শুরু করে। তারা তাদের নিজস্ব দিন গণনার জন্য বছরের প্রথম দিন নববর্ষ উদযাপন করতো। তবে রোমে নতুন বছর পালনের প্রচলন শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ১৫৩ সালে। পরে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬ অব্দে সম্রাট জুলিয়াস সিজার একটি নতুন বর্ষপঞ্জিকার প্রচলন করেন। যা জুলিয়ান ক্যালেন্ডার নামে পরিচিত। রোমে জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের অন্তর্গত বছরের প্রথম দিনটি জানুস দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। জানুস হলেন প্রবেশপথ বা সূচনার দেবতা। তার নাম অনুসারেই বছরের প্রথম মাসের নাম জানুয়ারি নামকরণ করা হয়। যিশুখ্রিষ্টের জন্মের পর তার জন্মের বছর গণনা করে ১৫৮২ সালে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি এই ক্যালেন্ডারের নতুন সংস্কার করেন। যা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার নামে পরিচিত। বর্তমানে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই কার্যত দিনপঞ্জি হিসেবে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে নিউ ইয়ার পালন শুরু হয় ১৯ শতক থেকে। নতুন বছরের আগের দিন অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর হচ্ছে নিউ ইয়ার ইভ। নতুন বছরের আগমনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিরাজ করে উৎসবমুখর পরিবেশ। ইংরেজি নতুন বর্ষ পালনে ব্যতিক্রমও রয়েছে। যেমন ইসরায়েল, দেশটি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসরণ করলেও ইংরেজি নববর্ষ পালন করে না। কারণ বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী অ-ইহুদি উৎস হতে উৎপন্ন এই রীতি পালনের বিরোধিতা করে থাকে। আবার কিছু দেশ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারকে গ্রহণই করেনি। যেমন সৌদি আরব, নেপাল, ইরান, ইথিওপিয়া ও আফগানিস্তান। এসব দেশও ইংরেজি নববর্ষ পালন করে না। ইংরেজী নববর্ষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে পালিত হয়। আমেরিকাতে হয় সবচেয়ে বড় নিউইয়ার পার্টি- যাতে ৩০ লাখ লোক অংশগ্রহণ করে। অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে প্রায় ১৫ লাখ লোকের উপস্থিতিতে আশি হাজার আতশবাজি ফাটানো হয়। মেক্সিকোতে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২-টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ১২-টা ঘণ্টা ধ্বনি বাজানো হয়। প্রতি ঘণ্টা ধ্বনিতে ১টি করে আঙ্গুর খাওয়া হয়, আর মনে করা হয়, যে উদ্দেশ্যে আঙ্গুর খাওয়া হবে সেই উদ্দেশ্য নিশ্চই পূরণ হবে। ডেনমার্কে আবার কেমন লঙ্কাকান্ড! ডেনিশরা প্রতিবেশীর দরজায় কাঁচের জিনিসপত্র ছুড়তে থাকে। যার দরজায় যতবেশী কাঁচ জমা হবে, নতুন বছর তার তত ভাল যাবে। প্রত্যেক বাঙালিদের কাছে বাংলার নববর্ষ যেমন আবেগের তেমনি ইংরেজি নববর্ষও তেমনি আনন্দের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিবর্তন যেমন ঘটেছে, তেমনি বিলুপ্তও হয়েছে অনেক আবেগ, সংস্কার। নগর সভ্যতার সংস্কারে এখন প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে গেছে ইলেকট্রিক। মুঠোফোন আর টিভিতে ইংরেজি নতুন বছর খুব ভালোভাবে উদযাপন করা হচ্ছে। ইংরেজি নববর্ষ মানে কিছু পুরোনো মধুর স্মৃতির সাথে আবারও নতুন করে কিছু নতুন স্মৃতি তৈরী করা আগামী ইংরেজি নববর্ষের জন্য। যে স্মৃতি প্রতিটি বাঙালির মজ্জায় মজ্জায় মিশে রয়েছে, যে আবেগ আমাদের বাঙালিদের ইংরেজি নববর্ষের সঙ্গে বাঙালিয়ানাকে মিশিয়ে দিয়েছে। খাঁটি বাঙালি হয়েও সেই বাঙালীয়ানাকে যেন এই দিনটিতেই বিশেষ ভাবে মনে করার দিন। এই আবেগেরই অমোঘ এক আকর্ষণে এই ছুটন্ত টেকনোলজির যুগে দাঁড়িয়েও ১লা জানুয়ারী শুভকামনা জানানো শুধুই হোয়াটসআপ বা ফেসবুকে আবদ্ধ রাখেনি বাঙালি। আজও বড়দের প্রণাম করে এবং আশীর্বাদ নিয়েই শুরু হয় ইংরেজির নতুন বছর। ইংরেজি নববর্ষ আর নতুন চালের পুলুই পিঠের পরম্পরাকে ধরে রেখে আবেগকে বাঁচিয়ে রেখেছে বাঙালি। আর তাই হয়তো এই দিনটা এতটা স্পেশাল, সমস্ত বাঙালি তথা বাংলার কাছে। বড়দিন আসা মানেই ছুটি আমেজ শুরু হয়ে যায় বাঙালির মধ্যে। ছুটি কাটাতে কেউ ঘুরতে যাওয়ার ডেস্টিনেশন হয় কাছে পিঠে, আবার কেহবা বেছে নেয় সমুদ্র সৈকত নয়তো পাহাড়ি এলাকা। বড়দিনের উৎসব থেকে শুরু করে পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত প্রচুর মানুষ ভিড় জমায় হলিডে ডেস্টিনেশনে। পয়লা জানুয়ারীর সকাল থেকেই প্রচুর মানুষ সপরিবারে বেরিয়ে পড়ে কলকাতার আশেপাশে থাকা বিভিন্ন দর্শণীয় স্থান ভ্রমন করতে। কেউ যায় ইকো পার্কে, কারোর গন্তব্য নিকো পার্ক বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। এই দিন সকাল থেকেই চিড়িয়াখানা ঢুকতে লম্বা লাইন দেখা যায়। বাঘ, সিংহ, হাতি, জিরাফদের দেখতে চিড়িয়াখানায় কচিকাঁচাদের সঙ্গে ভিড় জমায় বড়রাও। কেউ কেউ আবার ভিড় জমায় সায়েন্স সিটিতে। কলকাতার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে একটি সেন্ট ক্যাথিড্রাল চার্চ। বছরের প্রথম দিনে প্রচুর মানুষ ভিড় জমায় এই চার্চে। বড়দিনের ছুটিতে প্রচুর মানুষ ভিড় জমায় পার্ক স্ট্রিট চত্বরে। শুধু কলকাতার আশেপাশেই নয়, বড়দিন থেকে শুরু করে পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত প্রচুর মানুষের সমাগম হয় দিঘা, মন্দারমণিতে। বর্ষবরণের আনন্দে মেতে ওঠে কলকাতা। আলো ঝলমলে তিলোত্তমা। নিয়নের আলোয় জলসায় সেজে ওঠে পার্কস্ট্রিট চত্বর। শীতের আমেজ গায়ে মেখে বছর শেষের আনন্দ চেটেপুটে উপভোগ করতে ভিড় জমায় শহর, শহরতলী গ্রামের মানুষ। বর্ষবরণের শহরে সজাগ কলকাতা পুলিশও। ভিড় নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে যানবাহন চলাচলে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার দিকে নজর রাখে পুলিশকর্মীরা। একই সঙ্গে চলে সেল্ফি তোলার ধুম। নির্মল আনন্দের মুহূর্তকে ক্যামেরাবন্দি করে তুলতে চলছে প্রস্তুতি। কেউ এসেছেন পরিবারের সঙ্গে আবার কেউ এসেছেন নিজের প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে। ইংরেজি নববর্ষের দিনে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে কল্পতরু হয়েছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস। ১৮৮৬ সালের সেই দিনকে স্মরণে রেখেই পালন করা হয় কল্পতরু উৎসব। ভোরে মঙ্গলআরতির মধ্যে দিয়ে উৎসবের সূচনা হয় কামারপুকুরে। সারাদিন ধরে চলে পূজাপাঠ, বৈদিক মন্ত্র, স্তোত্রপাঠ। ভক্তদের জন্য খিচুড়ির ব্যবস্থাও করা হয়। শনিবার গভীর রাত থেকেই ভক্তদের জমায়েত হতে শুরু করে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি কাশীপুর উদ্যান বাড়িতে উপস্থিত রয়েছেন প্রায় ৩০ জন মতো গৃহী ভক্ত। সকলে হাতে ফুল নিয়ে উপস্থিত, আজ নিশ্চই ঠাকুরের দর্শন পাওয়া যাবে। ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক দুপুর তিনটে। দোতলা ঘর থেকে তিনি নেমে এলেন বাগানে। পরনে সেই চিরাচরিত পোশাক। লাল পেড়ে ধুতি। উপস্থিত গৃহী ভক্তরা তাদের হাতে রাখা ফুল দিয়ে ঠাকুরের চরণে অঞ্জলি দিতে থাকেন। ঠাকুর তখন নাট্যকার গিরিশ ঘোষকে বলেন, 'হ্যাঁ গো,তুমি যে আমার নামে এত কিছু চারিদিকে বলো, তো আমি আসলে কী?' গিরিশ ঘোষ উত্তর দিলেন, 'তুমিই নররূপ ধারী পূর্ণব্রহ্ম ভগবান, আমাদের মত পাপী তাপীদের মুক্তির জন্যই তোমার মর্ত্যে আগমন।' সবাই তখন ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করল। ঠাকুর বললেন, 'তোমাদের চৈতন্য হউক।' বাঙালিদের কাছে ইংরেজি নববর্ষ মনেই আধ্যাত্মিকতায় বছর শুরু। ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন করতে বাঙালি আবেগ যেন মিলে মিশে একাকার। ফেস বুক হোয়াটসআপে যেমন চলছে শুভেচ্ছার আদান প্রদান তেমনি এক প্রেমিক কবি আর্ট পেপারের গ্রিটিংস কার্ড নিজের হাতে বানিয়ে তার ভালোবাসার জন্য লিখলো কবিতা, 'যদি এমন হতো আজ সকালের রোদটা কুড়িয়ে তোমাকে মাখাতে পারতাম / যদি সোনার ধানের ওপর মুক্ত শিশিরের মত তোমার কপালে বিন্দি হতে পারতাম / যদি দূর বালাকার দলে মিশে তোমার জন্য রোজ চিঠি লিখতে পারতাম / হৃদয়ের সব ভালোবাসা উজাড় করে যদি তোমাকে ভালোবাসতে পারতাম / তারই অপেক্ষায় থাকলো দীপ তোমার কথায় তোমার ভালোবাসায় এই নববর্ষের শুভেচ্ছায়।'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জেলায় প্রথম পরীক্ষামূলক মুক্তচাষে সাফল্য দেখছে স্বনির্ভর গোষ্ঠী মহিলারা

সুমন তালুকদার

বসিরহাট: মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। তারই অঙ্গ হিসেবে মহিলাদের রোজগার বাড়াতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলক ভাবে মুক্ত চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তাতেই সাফল্যের পাশাপাশি বড় অঙ্কের আয়ের সম্ভাবনা দেখছে বসিরহাটে মিনাখাঁ ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠী মহিলারা। মিনাখাঁ ব্লকের মালঞ্চ এলাকার একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৩০ জন মহিলা মিলে সরকারি

উদ্যোগে এই চাষ শুরু করেছিল। প্রথমে তাদেরকে সরকারি উদ্যোগে যাদপুরের বিবি অসপিসাস প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থা দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তার জন্য সরকারের তরফে ব্যয় হয় ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। সেখান থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা স্থানীয় ৩টি পুকুরে পরীক্ষামূলক ভাবে মুক্ত চাষ শুরু করেন। আগামী বছরের প্রথমদিকেই এই বিশেষ ধরনের ঝিনুক থেকে দুটি করে মুক্ত পাওয়া যাবে। মিনাখাঁর সদ্য প্রাক্তন বিডিও কামরুল ইসলাম জানিয়েছেন, আমি মিনাখাঁয় থাকা পর্যন্ত যে রিপোর্ট পেয়েছিলাম তাতে যে সংখ্যক ঝিনুক ছাড়া হয়েছিল তার ৮০ শতাংশ বেঁচে গেছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে যে প্রাথমিক অবস্থায় ঝিনুক নষ্টের পরিমাণ একটু বেশি হয়ে থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে এই হার ৫ শতাংশে নেমে আসবে। ফলে আয় ক্রমশ ভালো হবে বলেই আশা করা হচ্ছে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে তিনটি পুকুরে মোট ৩০০০ ঝিনুক ছাড়া হয়েছিল। ধরে নেওয়া হয়েছিল ৮০ শতাংশ বাঁচবে। সেই মত মুক্ত পাওয়া যাবে ৪৮০টি। এই মুক্তোর ক্ষেত্রে ২ ধরনের গ্রেড হয়। একটি গ্রেডের প্রতিটির দাম ৮০-১৫০ টাকা, অন্যটির প্রতিটির দাম ৬০-৮০ টাকা। সেক্ষেত্রে ৪৮০ টি মুক্তোর আনুমানিক বাজার দর ৪৮ হাজার টাকা। এই চাষের জন্য খরচ হয়েছে ২০ হাজার টাকা। ফলে লাভের অঙ্ক শতাংশ হিসেবে দাঁড়াবে প্রায় ১৪০ শতাংশ। এই চাষের সাফল্য আসলে আরও বেশি পরিমাণ পুকুরে বেশি সংখ্যক ঝিনুক সহ মুক্ত চাষের পরিকল্পনা নেওয়া হবে বলে মিনাখাঁ ব্লক মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের ব্লক নোডাল অফিসার হাসানুর জামান শেখ জানান। এই প্রসঙ্গে জেলা শাসক শরদ কুমার দ্বিবেদি বলেন, আমরা মুক্তচাষ পরীক্ষামূলক ভাবে শুরু করেছিলাম। স্বনির্ভর গোষ্ঠী মেয়েরা খুব যত্ন নিয়ে কাজ করেছে।

খুঁটি পুজোর মাধ্যমে আরামবাগে আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরবের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উৎসব মুখর বাঙালি। ডিসেম্বর মাস থেকেই উৎসবে সামিল রাজ্যবাসী। হুগলি জেলায় আরামবাগ উৎসব চলাকালীন আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরবের কাউন্টডাউন শুরু। ১ জানুয়ারি খুঁটি পুজোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরবের শুভ সূচনা হল। জানা গেছে, ২৪ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরবের উদ্বোধন হবে এবং এই পরব মেলা চলবে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। লোকসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আরামবাগে আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরবের শুভ সূচনা করল একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। এই আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরবের খুঁটি পুজোতে সমাজের শিল্পপতি থেকে শুরু করে বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিত লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন জায়গার প্রায় শতাধিক জন বাউলশিল্পীকে নিয়েই এই অনুষ্ঠান হবে। আন্তর্জাতিক স্তরের বাউল শিল্পীরা এই আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরবে অংশ নেবেন বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে শুরু করে জাপান ও ভারতবর্ষের নামী বাউল শিল্পীরা এই পরবে অংশ নেবেন। আরামবাগ শহর সংলগ্ন তেঘরী বসন্তপুরে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। অস্থির সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের মাঝে মানব সেবাকে সামনে রেখে মানুষ হওয়ার বার্তা দেওয়াই এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। মূলত, প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরের শান্তিনিকেতনকে আরামবাগে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন আয়োজকরা। আয়োজকদের দাবি, হোগলা পাতার ছাউনিতে ছাওয়া বাউল আখড়া থেকে শুরু করে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরির হস্তশিল্পের পসরা দেখা যাবে। এই বিষয়ে হুগলি জেলার অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পপতি তথা আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরবের সম্পাদক শান্তনু রায় জানান, আমাদের দেশের বাউল ফকির ও আন্তর্জাতিক স্তরের বাউল শিল্পীরা এই পরবে অংশ নেবেন। শান্তিনিকেতনের খোয়াইয়ের হাটের অনুকরণে হস্ত শিল্পের ভাণ্ডার থাকবে। বাংলার হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকে থিম করে আমাদের এই আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরবের আয়োজন করা হচ্ছে।

অপরদিকে এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরব কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শ্রীদীপ চ্যাটার্জী বলেন, এবারে ভারতবর্ষ ছাড়াও জাপান, বাংলাদেশের পাশাপাশি অন্ততপক্ষে আরও ৪টি দেশ থেকে পরবে অংশগ্রহণ করবেন গুণিজনেরা। বাংলার হারিয়ে যাওয়া নকশি কাঁথার মাঠ ও পিঠে পুলির স্টলও থাকবে এই উৎসবে। বিশিষ্ট বাউল গুরু অনন্ত দাস বাউলের হাত ধরে এদিন খুঁটি স্থাপন হয় বলে জানান তিনি।

কেক কেটে দলের জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দলীয় পতাকা উত্তোলন করার পর অনুষ্ঠান মঞ্চে কেক কাটার মাধ্যমে দলের জন্মদিন পালন করা হয়। সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসের পাশাপাশি কল্পতরু উৎসব পালিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের অগ্রদ্বীপ অঞ্চলের মাখালতোড় উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের অগ্রদ্বীপ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পদযাত্রা, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় মাখালতোড় উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে। কল্পতরু উৎসব পালন করল অগ্রদ্বীপ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। এবার ১৪ বছরে পদার্পণ করল এই কল্পতরু উৎসব। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রথমে একটি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই পদযাত্রায় পা মেলায় তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা ছাড়াও সাধারণ মানুষ। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার রায়, কাটোয়া ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পিন্টু মণ্ডল, কাটোয়া ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী শুভ্রা বর্মণ, কাটোয়া ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি রাজীব চট্টোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সদস্য নিতাই সুন্দর মুখোপাধ্যায়, দাঁইহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাধানাথ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। এদিন কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে এলাকার বহু মানুষ রক্তদান করেন। রক্তদান আন্দোলনের কর্মী জয়দেব দত্ত রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন। এদিন অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

এদিন অনুষ্ঠান দেখতে আসা মানুষের জন্য দুপুরে খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি খাওয়ানো হয় দলের পক্ষ থেকে। দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দু'রাতব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে মাখালতোড় উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে।

বিতর্কিত পোস্টারকে ঘিরে তুমুল রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ইংরেজবাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইংরেজবাজার শহরের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিতর্কিত পোস্টারকে ঘিরে তুমুল রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বছরের প্রথম দিনই সোমবার সকাল হতেই ইংরেজবাজার শহরের ফোয়ারা মোড় থেকে রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় এমন পোস্টারে বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তবে এই ধরনের পোস্টারের কারা শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় লাগালো তা অবশ্য পরিষ্কার করে কিছু জানা যায়নি। ওই পোস্টারে লেখা রয়েছে 'বাংলায় বিকল্প রাজনীতি'। এদিকে কলকাতার পর মালদার ইংরেজবাজার শহরের বুকে বাংলায় বিকল্প রাজনীতির পোস্টার পরায় নতুন কোনও দলের সূচনা ঘটতে চলেছে বলে অনেকে মনে করছেন।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালের আগে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে তৃণমূল কংগ্রেস স্লোগান তুলে ছিল বদলা নয় বদল চাই। এরপর তৃণমল কংগ্রেস ক্ষমতায় রয়েছে ১৩ বছর। এরপর দীর্ঘ বছরে একাধিক রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন ঘটনার বিষয়ে রাজ্য প্রশাসন তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এরপর ২০২৪ রয়েছে লোকসভা ভোট । তার আগে শহরের বাংলায় বিকল্প রাজনীতির পোস্টার পরেছে। আর যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ।

যদিও বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ীর দাবি, তৃণমূল কিংবা কংগ্রেসের দলীয় পতাকার রঙে রঙ্গিত এই পোস্টার। সেটা দেখে পরিষ্কার কারা এই পোস্টার লাগাতে পারে।

মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র শুভময় বসু বলেন, এই সব অপ্রাসঙ্গিক পোস্টার দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। বিরোধীদের এই সব চক্রান্ত। জেলা কংগ্রেসের কার্যকরি সভাপতি কালী সাধন রায় বলেন, বিষয়টি জানা নেই। তবে যারা এই সব পোস্টার দিচ্ছে, তারা বিভ্রান্তি তৈরি করছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১ পুলিশ কর্মী, আহত ডিএসপি, ২ সাব ইন্সপেক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক পুলিশের ট্র্যাফিক কনস্টেবল। গুরুতর আহত ডিএসপি ট্র্যাফিক ও দুই সাব ইন্সপেক্টর সহ মোট পাঁচ জন।

পুরুলিয়া শহরের রাঘবপুর মোড়ে রবিবার গভীর রাতে ট্র্যাফিক ডিউটি করার সময় আবগারি দপ্তরের একটি বোলেরো গাড়ি সরাসরি ধাক্কা মারে ট্র্যাফিক পুলিশের টিমটিকে। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন পাঁচজনেই। তাঁদের পুরুলিয়া দেবেন মাহাত সদর হাসপাতালে আনা হয়। সেখান থেকে বাবলু গরাঁইকে দুর্গাপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বাড়ি বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা থানার আমজোড়া গ্রামে।

ঘাতক গাড়ির চালক কাশীনাথ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে পুরুলিয়ার সদর থানার পুলিশ। সোমবার তাঁকে আদালতে তোলার পর ৭ দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে নেয় পুলিশ। বর্ষবরণে মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে জেলাজুড়ে।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মূল রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং ৫৪০৯-১৯৯৯ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর-বারাকপুর, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির ফ্ল্যাট নং বি, ২য় তলে, ভবনের নাম রবীন্দ্র অনুকূল প্লাজা, অবস্থিত মৌজা-ইছাপুর, অংশত দাগ নং ৬৮৯, ৬৮৮, খতিয়ান নং ৭০৬, ৪৮৫৫, জেএল নং ৩, থানা-নোয়াপাড়া, হোল্ডিং নং ২৫/১, ঘোষ পাড়া রোড, ইচ্ছাপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, উত্তর বারাকপুর পুরসভা অধীন -হারিয়ে গিয়েছে আমার মক্কেল (শ্রী দেবী শঙ্কর পাত্র) হেফাজত থেকে স্বাভাবিক কাজের সময়ে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জগদ্দল থানায় ২৯.১২.২০২৩ তারিখে জিডি এন্ট্রি নং ১৬২০ তারিখ ২৯.১২.২০২৩ দায়ের করেছেন।

কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে বা তথ্য জানা থাকলে অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

তারিখ : ০১.০১.২০২৪

আপনার বিশ্বস্ত,
সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
উত্তর উইং, ৫ম তল,
৭ রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩-৪০০৭ ২৬২৩
ই-মেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com

কামারপুকুর মঠ ও মিশনে রীতি মেনে কল্পতরু উৎসব

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

রীতি মেনেই কল্পতরু উৎসব পালন হুগলির কামারপুকুর মঠ ও মিশনে। ১ জানুয়ারি কল্পতরু উৎসবে বিশেষ পুজোপাঠ কামারপুকুর মঠ ও মিশনে। প্রতিবছর ১ জানুয়ারি সকাল থেকেই ভিড় থাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের স্মৃতিবিজড়িত হুগলি জেলার অন্যতন তীর্থক্ষেত্র কামারপুকুর মঠ ও মিশনে। এই বছরও কামারপুকুর মঠে পুণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

১ জানুয়ারি কামারপুকুর মঠ ও মিশনে কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা ভিড় জমান। এই বিষয়ে মঠে আসা বৈশাখী শীল বলেন, 'আমি প্রথম এখানে আসছি। কাশীপুর উদ্যানবাটিতে কল্পতরু হয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন, এই যে যা প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেবেন। তাই এই দিনটাকে স্মরণ করতে এখানে এসেছি। এখানে এসে খুব ভালো লাগছে।' খোকন শীল নামে আর এক পুণ্যার্থী বলেন, 'সকলে শান্তিতে থাকুক। ভালো থাকুক। পৃথিবী অশান্তিময়। তাই ঠাকুরের কাছে সকলের মঙ্গল কামনা করেছি।'

অন্যদিকে আর এক ভক্ত বলেন, 'মঠে এসে খুব ভালো লাগছে। বছরের প্রথম দিন মঠে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পুজোপাঠ দেখতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। রামকৃষ্ণ দেব আমাদের চলার পথ দেখিয়েছেন। এখানে এসে আমরা আপ্লুত।' কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানন্দজি মহারাজ বলেন, 'আজ ভগবাম শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু দিবস। কামারপুকুর মঠ ও মিশনে প্রতি বছর যে ভাবে কল্পতরু উৎসব পালন করা হয় সেই ভাবেই এই বছর পালন করা হচ্ছে। আজকের এই দিনটিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশীপুর উদ্যানবাটিতে কল্পতরী হয়েছিলেন। এই দিনটিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নাট্যকার গিরিশ ঘোষকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমার কি মনে হয়, আমি কে? সবার কাছে বলে বেড়াও। কী তুমি বুঝেছ বা কী জেনেছ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের চরণতলে বসে হাত জোর করে বলেছিলেন, ব্যস, বাল্মিকী যাঁর ইয়াত্তা করতে পারেননি,

আমি তাঁর সম্বন্ধে কী বলব। এই সমাধি অবস্থা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেব তাঁদের বলেছিলেন,'তোমাদের চৈতন্য হোক'। সেই মুহূর্তটিই কল্পতরু নামে পরিচিত। এই সময় এমন একটা ভাব ধারণ করেছিলেন, যে যা প্রার্থনা করেছিলেন, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, সবই তিনি দান করেছিলেন।' স্বামী সারদানন্দজি মহারাজ, 'এই দিনটিকে বলেছেন, শ্রী রামকৃষ্ণ দেব আত্মপ্রকাশে অভয় প্রদান করেছিলেন। নিজেকে সকলের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। জীবজন্তু সহ সকল মানুষকে তিনি অভয় প্রদান করেছিলেন। কেবল এই দিনটিই নয়, সারা বছর ধরেই আমাদের কাছে কল্পতরু হিসেবে তিনি বিরাজমান। আমাদের কী তিনি আশীর্বাদ করে যাচ্ছেন, অভয় প্রদান করে যাচ্ছেন। ধর্ম অর্থ মুক্তি সমস্তই দান করে যাচ্ছেন। কামারপুকুর মঠে আমরা এই দিনটি পালন করছি। সকালবেলা থেকেই মঙ্গল আরতি, ভজন, বৈদিক মন্ত্র পাঠ শুরু হয়েছে। দুপুর বেলা প্রসাদ বিতরণ হবে এবং সন্ধ্যাবেলায় আরতি হয়। এই ভাবেই কামারপুকুর মঠ ও মিশনে এই দিনটি আমরা পালন করছি।' সবমিলিয়ে এদিন কামারপুকুর মঠ ও মিশনে রীতি মেনে কল্পতরু উৎসব পালন হয়।

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে ছোটদের খাদ্যসামগ্রী বিলি

বনস্পতি দে ● উত্তরপাড়া

১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস বা জন্মদিবস। এদিন উত্তরপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হল। উত্তরপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে মাখলা ঝিলপুকুর পাড়ে তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে সোমবার সকাল ১০টায় এই উপলক্ষে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব পতাকা উত্তোলন করলেন। এইসঙ্গে ঘাসফুল আঁকা সুদৃশ্য কেক কেটে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মদিন পালন করা হল। একই সঙ্গে ১২০ জন ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট তুলে দিলেন পুরচেয়ারম্যান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর শ্রীমতি ডলি ঘোষ যাদব, ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট পীযূষ গুপ্ত, স্থানীয় কাউন্সিলর অর্ণব রায় সহ বিশিষ্টরা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা

করেন কাউন্সিলর অর্ণব রায়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানান, এই দিনটি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস ও জন্মদিন সেই হিসেবে এখানে জন্মদিন পালন করা হল। সবাইকে সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে হবে, সবাই মিলে একসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন শক্তিশালী করতে হবে।

শ্রীরামপুরে ওয়েলিংটন জুটমিলে বিধ্বংসী আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: শ্রীরামপুরের ওয়েলিংটন জুটমিলের হাড্রেড ইউনিটে ভয়াবহ আগুন লাগে। নতুন বছরের প্রথম দিনই এমন বিধ্বংসী আগুনে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশে তৈরি হয়। যে ভাবে দাউ দাউ করে ইউনিটটি জ্বলছিল, তাতে আগুন চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার ভয় পাচ্ছিলেন স্থানীয় লোকজন। এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের ৮টি ইঞ্জিন কাজ করে। পাট থেকে সুতো তৈরি করা হয় ওয়েলিংটন জুটমিলের এই

হাড্রেড ইউনিটে।

শ্রমিকরা জানান, সোমবার প্রথমে একটি মেশিনে আগুন লেগে যায়। যেহেতু জুটমিল, প্রচুর দাহ্য বস্তু রাখা এখানে, ফলে মুহূর্তে বিধ্বংসী চেহারা নেয় আগুন। এদিকে সেই সময় ওই ইউনিটে অনেক শ্রমিক কাজ করছিলেন। আগুন দেখে কোনও রকমে বেরিয়ে আসেন সকলে। প্রথমে দমকলের চারটি ইঞ্জিন আসে। তবে দমকল এলেও আগুন নেভাতে সমস্যায় পড়তে হয়। জলের অভাবে সমস্যা তৈরি হয়।

এদিকে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পরায় তা নিয়ন্ত্রণ করতেও বেগ পেতে হয়। এরপর একে একে ইঞ্জিন বাড়ানো হয়। এক কর্মী বলেন, 'আমিও ডিউটিতে ছিলাম। হঠাৎ একটা মেশিনে দেখি আগুন লেগে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দমকলের লোক আসেন। তবে ওদের জল ছিল না। সে কারণেই আগুন ধেয়ে আসে একেবারে। প্রায় ৩০০-৩৫০ কর্মী কাজ করছিলেন। তাঁরা বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। তবে চট, সুতো সব জ্বলে গিয়েছে। মিল আর চলবে না, সব শেষ।'

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরবিও-III
বিধাননগর (১৪৮৭০)
১/১৬, ভিআইপি রোড, সিআইটি স্কিম VIIM, কলকাতা-৭০০০৫৪

এসবিআই বারাকপুর রেলওয়ে স্টেশন শাখা স্থানান্তরের জন্য একটি বাণিজ্যিক প্রেমিসেস আবশ্যক

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, একটি বাণিজ্যিক প্রেমিসেস দীর্ঘমেয়াদি ইজারায় ব্যাঙ্ক প্রেমিসেস, এটিএম সহ-বর্তমান এসবিআই বারাকপুর রেলওয়ে স্টেশন শাখা থেকে বারাকপুর রেলওয়ে স্টেশনের ১ কিলোমিটার চৌহদ্দির মধ্যে অধিগ্রহণে আগ্রহী। সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত প্রেমিসেস অবশ্যই একতলায়, দ্রষ্টব্য সম্মুখভাগ এবং ভাল দৃশ্যমানতা, যথেষ্ট গাড়ি পার্কিংয়ের সাবিধা, জল এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা সহ হতে হবে। উপযুক্ত প্রেমিসেসের (বাণিজ্যিক) জটিলতাহীন স্বত্ব সহ মালিকগণের কাছ থেকে ১৬.০১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫ টার মধ্যে আবেদন গ্রহণ করা হবে।

আবেদন অবশ্যই সম্পত্তির বিস্তারিত সম্পূর্ণ বিবরণ এবং অনুমোদিত প্ল্যান সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট **"টেকনিক্যাল বিড এবং প্রাইস বিড" দুই পৃথক সিলকরা খামে "অফার ফর এসবিআই বারাকপুর রেলওয়ে স্টেশন শাখা এবং এটিএম" শীর্ষাঙ্কিতভাবে পাঠাতে হবে। কোনও অবস্থাতেই কোনও এজেন্সি কমিশন প্রদান করা হবে না। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে।**

"প্রোকিওরমেন্ট নিউজ" অধীনে বিস্তারি নিয়ম এবং শর্তাদি সম্বলিত নির্ধারিত বয়ানযুক্ত টেকনিক্যাল ডাক এবং প্রাইস বিড ফর্ম ডাউনলোড করা যাবে।

লিঙ্ক : https//sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/procurement-news

তারিখ : ০২.০১.২০২৪

রিজিওনাল ম্যানেজার, এসবিআই,
আরবিও-৩, বিধাননগর

Engagement Notice: Tax Collector Position in Majida Gram Panchayat

Bringing Opportunities to Serve Locally

To strengthen local governance and enhance community welfare, Majida Gram Panchayat is pleased to announce a vacant position for a Tax Collector. This role is crucial in contributing to the development and maintenance of the Gram Panchayat, and we are looking for dedicated individuals to join our team.

➔ **Vacancy Details :**
Position: Tax Collector
Total Vacancy : 1 (One)

➔ **Eligibility Criteria :**
Minimum Age : 25 years on the date of engagement
Maximum Age : 40 years on the date of engagement
Educational Qualification: Passed Madhyamik or equivalent from any recognized board, council, or university.
Residency: Local, within the Gram Panchayat area
Mental and Physical Fitness: The Gram Panchayat should be satisfied with the mental and physical fitness of the tax collector for engagement/renewal of the contract.

➔ **Application Procedure :**
Prospective candidates are invited to apply for the Tax Collector position by adhering to the following steps:
- Prepare a comprehensive application on a full white paper.
- Include a biodata photograph along with proof of educational qualification.
- Submit a computer certificate (if any).
- Provide age proof and local residential proof.
- Place all documents in a sealed envelope.
- Submit the application to the Address of Majida Gram Panchayat Prodhan by the specified date.

➔ **Method of Selection :**
The selection process will be based on merit. The Gram Panchayat aims to identify candidates with the skills and dedication needed to excel in this vital role.

➔ **Agreement :**
A standardised contract agreement will be furnished for execution at the time of engagement. This agreement outlines the terms and conditions of the engagement, ensuring transparency and clarity for both parties involved. We encourage qualified and interested individuals from within the Gram Panchayat area to seize this opportunity and contribute to the growth and prosperity of Majida Gram Panchayat. Willing candidates are invited to appear at **10:30 a.m. on 15/01/2024** in the office of Majida Gram Panchayat for walk-in interview be held shortly at **11:00 a.m. on the day ie. 15/01/2024.** The candidate must bring two copies of their passport-size photographs and two sets of self-attested documents along with originals.
For further details, please contact the Panchayat Office.

Majida Gram Panchayat
Lakshmipur, Purba Bardhaman

জোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
লিকুইডেটরের ঠিকানা : এন-৫২৭, ডায়মন্ড হেরিটেজ, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড,
কলকাতা- ৭০০০০১, যোগাযোগ : +৯১ ৯৮৩৬৯৪৩০৬৭,
ই-মেল : neeljanai@gmail.com, ip.santanu@gamil.com

ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় নোটিশ

মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা কর্তৃক ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখের নির্দেশ বলে এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, জোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা)-দেউলিয়াগ্রস্ত লিকুইডেটর কর্তৃক নির্ধারিত দেউলিয়াগ্রস্ত এস্টেট ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে বিক্রি করা হবে। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি "যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" এবং কোনও ওয়ারেন্টি এবং ইনডেমনিটিস ব্যতীত বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদিত হবে। সংশ্লিষ্ট বিক্রয় প্রক্রিয়া ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা রাইট২ভোট ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড- নিলাম মাধ্যমে ওয়েবসাইট : https://Right2Vote.in ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে।

১	নিলামের তারিখ এবং সময়	১৬ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ বেলা ১টা থেকে বেলা ২টার মধ্যে অসীমায়িত "৫ মিনিটের" সম্প্রসারণ সাপেক্ষে ই-নিলামের শেষ সময় ৫ মিনিটের প্রতিটি ডাক নিলাম শেষ হওয়ার ৫ মিনিটের মধ্যে।
২	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	আইএনআর ৩.৬৬ কোটি টাকা
৩	সাইট পর্যবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ সম্পাদন করতে হবে	১৪ জানুয়ারি ২০২৪
৪	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	১৫ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টার পূর্বে
৫	উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি এবং অন্যান্য বিস্তারিত :	নিময় এবং শর্তাদির নথি পাওয়া যাবে আগ্রহ প্রকাশক ডাক ই-মেল : ip.santanu@gmail.com মাধ্যমে দাখিলের পরই পাওয়া যাবে।

আগ্রহী ডাকদাতাগণকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে আগ্রহ প্রকাশক ডাক দাখিল এবং অংশগ্রহণ মেল মাধ্যমে প্রক্রিয়া সহ সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করে সম্মতির ভিত্তিতে এবং আরও বিস্তারিত জানতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বা/-
শান্তনু ভট্টাচার্যি
লিকুইডেটর
জোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্থ
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০২.০১.২০২৪ রেজি. নং : - আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি০১১৪১/২০১৮-১৯/১১৮৬৮

বর্ষবরণে রণডিহা ড্যামে উপচে পড়ল ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বছরের প্রথম দিনে বাঁকুড়া জেলার অন্যতম ডেস্টিনেশন রণডিহা ড্যামে উপচে পড়া ভিড় পর্যটকদের।

সকলেই নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং নতুন বছরের প্রথম দিন বাঁকুড়া জেলার অন্যতম ডেস্টিনেশন রণডিহা ড্যামে পর্যটকদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন জেলা থেকে পরিবারের সকলকে নিয়ে ভিড় জমিয়েছেন পর্যটকরা। সারাদিন খাওয়াদাওয়া হইহুল্লোড় এভাবেই বছরের প্রথম দিন কাটাচ্ছেন পর্যটকরা। পাশাপাশি নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে অত্যন্ত সতর্ক ছিল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ প্রশাসন। ড্যামের বিভিন্ন প্রান্তে মোতায়ন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। দামোদর নদের ওপর অবস্থিত এই ড্যামের এক প্রান্তে রয়েছে বাঁকুড়া জেলা এবং অপর প্রান্তে রয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলা। এই দুই জেলার পাশাপাশি অন্যান্য জেলা, এমনকি ভিন রাজ্য থেকেও এখানে পর্যটকরা ভিড়

জমিয়েছেন।

শীত মানেই পরিবারের সকলকে নিয়ে একটু ঘুরতে বেরিয়ে পড়া খাওয়াদাওয়া আর জমিয়ে আড্ডা। বাঁকুড়া জেলার অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলির মতো সোনামুখীর রণডিহা ড্যামে শীত পড়তেই পর্যটকরা ভিড় জমাতে শুরু করেছিলেন। এই রণডিহা ড্যাম বাঁকুড়া জেলার পর্যটন মানচিত্রে ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নিয়েছে। প্রতি বছরই শীতের মরশুমে এই দুই জেলার বহু পর্যটক এই ড্যামে ভিড় জমিয়ে থাকেন। চিকচিক বালি আর দামোদর নদের অপরূপ সৌন্দর্যে গা ভাসিয়ে দেন এখানে আসা পর্যটকরা। পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বাঁকুড়া জেলা পুলিশ প্রশাসন থাকে অত্যন্ত সতর্ক। পর্যটন কেন্দ্রে সর্বদাই মোতায়েন থাকে পুলিশ বাহিনী।

পর্যটকদের বক্তব্য, এখানকার পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দর, এখানে যথেষ্ট প্রশাসনিক নিরাপত্তা থাকে। সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান , প্রতিবছরই এখানে পর্যটকরা ভিড় জমিয়ে থাকেন। পুলিশ প্রশাসন যেমন সতর্ক থাকে, তেমনই ব্লক প্রশাসনও অত্যন্ত সতর্ক থাকে। পাশাপাশি কেউ যাতে থার্মোকল ব্যবহার না করে সেই বিষয় নিয়েও সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়।

পিকনিকে ব্যস্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্য পরিষেবা বন্ধ রাখার অভিযোগ

সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ● অণ্ডাল

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইন্ডোরে ভর্তি রয়েছেন প্রসূতি, আউটডোরে চিকিৎসকের অপেক্ষায় রয়েছেন রোগী, সে সময় চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা বর্ষবরণের পিকনিকে ব্যস্ত বলে অভিযোগ। খান্দরা ব্লক গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সোমবার এমনই দৃশ্য দেখা যায় বলে দাবি।

সোমবার ১ জানুয়ারি ইংরেজি নববর্ষ বরণের দিন। প্রতি বছরই এই দিনটিতে পার্কগুলিতে থাকে ভিড়। অনেকে বেরিয়ে পড়েন পিকনিকে। কিন্তু চালু থাকে জরুরি পরিষেবা। বর্ষবরণের দিন কিন্তু অণ্ডাল ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (খান্দরা) দেখা গেল অন্য ছবি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইন্ডোরে ভর্তি রয়েছেন প্রসূতি, আউটডোরে চিকিৎসকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন রোগীরা। অথচ চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা গরহাজির বলে অভিযোগ। আউটডোরে বেশ কিছু রোগী দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যান বলে দাবি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায় চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা ব্যস্ত রয়েছেন পিকনিকে। অভিযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তিনতলায় তখন চলছে ভুরিভোজের আয়োজন। ক্যাটারিংয়ের দল ব্যস্ত রান্নার কাজে। বেলা দেড়টার পর শুরু হয় খাওয়া-দাওয়ার পর্ব। রীতিমতো কব্জি ডুবিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সারেন ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা। টেবিলে সাজানো বেগুনি, ভাত, ভেজ সবজি, মিক্স মুগ ডাল, মাছ, মটন কারি, চাটনি, পাপড়, মিষ্টিতে জমজমাট পিকনিক।

ক্যাটারিংয়ের দায়িত্বে থাকা এক কর্মীর থেকে জানা যায়, চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে মোট ৩০ জনের জন্য এই আয়োজন। খাওয়ার পর্বের মাঝপথে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের উপস্থিতি দেখে কেউ কেউ খাওয়া ছেড়ে উঠেও যান। কেউ কেউ অনুরোধ করেন ছবি না তোলার জন্য, খবর না করার জন্য। তিনতলার ওপর পিকনিকের যখন এই দৃশ্য, তখন একতলার ইন্ডোরে এক প্রসূতি মহিলার দাবি, দুপুরে তাঁকে পাউরুটি ও সবজি দেওয়া হয়েছে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য।

অন্য রোগীদের সঙ্গে শিশুকন্যাকে নিয়ে আউটডোরে তখন অপেক্ষায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবক দাবি করেন, '৩০ মিনিটের বেশি দাঁড়িয়ে রয়েছি, কোনও চিকিৎসক, নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মীর দেখাও পাচ্ছি না।' দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর ওই অভিভাবকের মতো আরও বেশ কয়েকজন হতাশ হয়ে ফিরে যান স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এরকম আচরণের সমালোচনায় সরব হয়েছেন রোগীর আত্মীয় থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপির নেতা ছোটন চক্রবর্তীর দাবি, রাজ্যে মেলা, খেলার সরকার চলছে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। পরিষেবা বন্ধ রেখে চিকিৎসকদের পিকনিকের ঘটনায় তা আরও একবার প্রমাণ হল বলে দাবি তাঁর। অন্যদিকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শেখ মোঃ ইউসুফ জানান, চিকিৎসা কেন্দ্রের ভেতর পিকনিক করাটা ঠিক হয়নি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। অণ্ডাল ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিএমওএইচ পরিতোষ সোরেনের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য তাঁর মোবাইলে ফোন করা সত্ত্বেও তিনি ফোন ধরেননি।

বিরোধী জনমত বিভাজিত না হলে, দেশে বিকল্প সরকার গঠনের দাবি পঞ্চায়েত মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যের বিরোধী ভোট যদি বিভাজিত না হয় তবে ইন্ডিয়া জোট সফল হবে, দেশে বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। বিজেপি কখনওই অর্ধেকের বেশি ভোট পায়নি। তাই এবার লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী জনমত যদি বিভাজিত না হয়, তবে দেশে বিকল্প সরকার গঠন হবে। কাঁকসায় দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

সারা রাজ্যের পাশাপাশি সোমবার তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয় পানাগড় বাজারে ও কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তে। এদিন পানাগড় বাজারে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের সামনে তৃণমূলের দলীয় পতাকা উত্তোলন করে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। পাশাপাশি এদিন কাঁকসার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জানানো হয়। বিশেষ করে চিকিৎসক, পুরোহিত, মৌলবী, শিখধর্মের বিশিষ্ট মানুষদের সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি পানাগড় বাজারে সাধারণ মানুষকে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

এছাড়াও এদিন পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের হাতে ফল-মিষ্টি তুলে দেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এছাড়াও এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের কিষান খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য, জেলার মহিলা তৃণমূল নেত্রী স্বপ্না বৈদ্য, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক, ব্লকের সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ মহল, আলম খান, কাঁকসা ব্লকের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার,ব্লকের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী দেবযানী মিত্র সহ অন্যান্যরা।

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাতা দিবসে হাবড়া প্রকাশ্যে গোষ্ঠীকোন্দল, কটাক্ষ বিরোধী দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাতা দিবসে হাবড়া প্রকাশ্যে গোষ্ঠীকোন্দল যদিও মানতে নারাজ তৃণমূল শিবির। পাল্টা কটাক্ষ বিজেপির। জ্যোতিপ্রিয়হীন হাবড়ায় বছরের প্রথম দিনেই তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হাবড়ার তৃণমূলের যুব সভাপতি রিঙ্কু দে'র উদ্যোগে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় হাবড়ার নগরউখড়া মোড় এলাকায়। উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ সহ হাবড়ার একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব ও অন্যান্য কাউন্সিলররা। কিন্তু দলীয় প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে দেখা গেল না হাবড়া পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহাকে। অথচ পাশেই অর্থাৎ হাফ কিলোমিটার দূরে হাবড়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীন ঘোষের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরে দেখা গেল চেয়ারম্যান নারায়ণ সাহাকে। যা নিয়ে শুরু রাজনৈতিক মহলে গোষ্ঠীকোন্দলের ঝাঁঝ। যদিও দলীয় নেতৃত্ব সংবাদমাধ্যমের সামনে প্রকাশ্যে গোষ্ঠী কোন্দল মানতে নারাজ তৃণমূল। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, আমি অন্য একটা প্রোগ্রামে এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে যেহেতু প্রোগ্রামটা করছে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলাম অনেকগুলো অনুষ্ঠান রয়েছে। হাবড়া পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা বলেন,অনেকগুলো অনুষ্ঠান রয়েছে হাবড়ার বিভিন্ন প্রান্তে তাই সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হচ্ছে তার জন্য একই সঙ্গে থাকা হয়নি। এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীদল বিজেপি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিজেপি নেতা বিপ্লব হালদার বলেন, তৃণমূল দলের এটাই স্বাভাবিক বিষয়। নিজেরাই নিজেদের গোষ্ঠীকোন্দলের ফলে শেষ হবে। আসলে একদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যদিকে কাকলি ঘোষ দস্তিদার অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই গোষ্ঠীর এই অনুষ্ঠান তাই চেয়ারম্যান চেয়ার বাঁচাতে দলীয় প্রতিষ্ঠাতা দিবসে যায়নি।

লোকসভা নির্বাচনে লিডের টার্গেট বেঁধে দিলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: সামনের লোকসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়া লোকসভায় লিডের টার্গেট দিলেন হাওড়া গ্রামীণ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরুণাভ সেন। এদিন বাগনানের বাঙালপুরে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক সভায় তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, 'আমাকে আপনারা ৩২ হাজার ভোটে জিতিয়েছিলেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিরিখে আমরা এই কেন্দ্রে ৯০ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে আছি। তাই এই হিসাব দেখলে লোকসভায় ৫ লাখের বেশি ভোটে জিতবে আমাদের প্রার্থী। এই টার্গেট দিলাম। এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে তুমুল বিষোদ্গার করার পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করলেন সভাপতি অরুণাভ সেন। সোমবার ১ জানুয়ারি হাওড়ার বাগনানের বাঙালপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে এসে বাগনান কেন্দ্রের বিধায়ক তথা হাওড়া গ্রামীণ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস মানে শুধু টিএমসি নয়। টি ফর টেম্পল, এম ফর মস্ক, সি ফর চার্চ। এদিন বিধায়ক বিজেপিকে আক্রমণ করতে গিয়ে বলেন, 'বিজেপি কোনও রাজনৈতিক দলই নয়। নির্বাচন কমিশনের উচিত রাজনৈতিক দলের তকমা কেড়ে নেওয়া। ওদের কোনও এজেন্ডা নেই।' এদিন শতাধিক সিপিএম কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন।

ডাকাতি ঠেকাতে সোনার দোকানে সাইরেন বসানোর নির্দেশ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের শোরুম ও দোকানে সাইরেন বাজানোর মেশিন বসানোর নির্দেশ প্রশাসনের। এমনকি, সোনার দোকানে হেলমেট পড়ে প্রবেশ করা যাবে না। চাঁচলে ডাকাতির ঘটনা থেকে শিক্ষা পেয়ে এহেন নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। সোমবার বছরের প্রথম দিনেই পুরাতন মালদার পুরসভা এলাকার প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি সোনার দোকানে তদারকি চালান পদস্থ পুলিশের কর্তারা। এছাড়াও এদিন ইংরেজবাজার শহরের বেশকিছু নামীদামি সোনার প্রতিষ্ঠানগুলিতেও নজরদারি চালান সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কর্তারা। কথা বলেন বিভিন্ন অলংকারের প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এবং কর্মীদের সঙ্গে।

দোকানে যদি কাউকে সন্দেহজনক বলে মনে হয়, সেই পরিস্থিতিতে সাইরেন বাজানোর সিস্টেম চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশের পদস্থ কর্তারা। বিভিন্ন সোনার দোকানে কর্মীরা যেখানে কাজ করবেন, তাঁদের পায়ের কাছেই থাকবে সাইরেন বাজানোর সুইচ। সোনার দোকানে বেচাকেনার সময় কারও গতিবিধি নিয়ে যদি সন্দেহ হয়, তা হলে সেই সুইচ সঙ্গে সঙ্গে টিপে বাজাতে হবে সাইরেন। যাতে আশপাশের লোকজন সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি মুহূর্তের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট থানায় পুলিশ যাতে খবর পায়। এদিন পুরাতন মালদা থানার আইসি রাজীব গান্ধি পুরো মার্কেটে গিয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত সোনার অলংকারের দোকানে তদারকি চালান। কথা বলেন সেই সব দোকানের কর্ণধারদের সঙ্গে।

উল্লেখ্য, গত ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের উৎসবের সন্ধ্যায় চাঁচল নেতাজি মার্কেটে একটি সোনার দোকানে পাঁচ থেকে ছ' জনের সশস্ত্র দুষ্কৃতী দল লুঠপাঠ চালায়। প্রায় পাঁচ কোটি টাকার সোনা ও হিরের অলংকার লুঠ করে পালায় দলটি। ওই দুষ্কৃতী দলের একজন লিঙ্ক ম্যানকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীদের অধিকাংশই চাঁচল সীমান্তের বিহার এলাকার বাসিন্দা। আর এত বড় ঘটনার পর থেকেই শিক্ষা নিয়ে এবার বিভিন্ন স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের শোরুম ও দোকানে সাইরেন বাজানোর মেশিন বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মালদা জেলা স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য রিপন গোস্বামী বলেন, 'এদিন আমাদের দোকানেও পুরাতন মালদা থানা আইসি এসেছিলেন। ব্যাংকের বাইরে যেমন সাইরেন বাজানোর মেশিন বসানো থাকে। অপ্রীতিকর কিছু ঘটলেই সেই সাইরেন বাজানো হয়। ঠিক সেই রকম ভাবেই সোনার দোকানের বাইরেও সাইরেন মেশিন বসানো থাকবে। দোকানের কর্মচারী এবং মালিকদের পায়ের কাছে রাখতে হবে। সন্দেহজনক কাউকে দোকানে দেখতে পেলেই সেই সুইচ টিপেই বাজাতে হবে সাইরেন। এছাড়াও দোকানে কোনও রকম ভাবেই হেলমেট পড়ে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না।' পুলিশের এই পরামর্শকে কাজে লাগিয়েই বিভিন্ন স্বর্ণ ব্যবসায়ী সেই নির্দেশই পালন করতে চলেছেন।

পুরাতন মালদা থানা আইসি হীরক বিশ্বাস জানিয়েছেন, ব্যবসায়ীদের সচেতন করার ক্ষেত্রে এরকম ভাবেই কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদিও অধিকাংশ সোনার দোকানে সিসি ক্যামেরা বসানো থাকে। স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা এই নির্দেশ মেনে চললেই অপরাধীদের ধরা যাবে। পাশাপাশি অপরাধ অনেকটাই কমে যাবে।

শুরু হয়ে গেল লোকসভার প্রস্তুতি, দাবি তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আজ থেকেই ২০২৪ এর লোকসভা ভোটের জন্য জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হল বলে জানালেন গোগলা অঞ্চল তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ। সোমবার রাজ্যজুড়ে পালিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই অনুষ্ঠানেই গৌতমবাবু একথা জানান।

১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন থেকে প্রতি বছর এই দিনটি দলের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করে তৃণমূল দল। সোমবার রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের গোগলার মাধাইপুরে তৃণমূল অঞ্চল কার্যালয়ে সাড়ম্বরে পালন করা হল দলের প্রতিষ্ঠা দিবস। দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন দলের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ, শ্যামল বাগদি, গঙ্গাধর গোস্বামী, কাঞ্চন ঘোষ, মহিলা নেত্রী চম্পা মাল সহ অন্যরা। ওই দিন দলের পক্ষ থেকে এলাকার পুরোহিতদের উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ২৫০ জন পুরুষ, মহিলাকে দেওয়া হয় শাড়ি ও শীতবস্ত্র। মিষ্টিমুখ করা হয় কর্মী সমর্থকদের।

পশ্চিম মেদিনীপুরে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সারা রাজ্যের সঙ্গে সোমবার কেশপুর, সবং, ডেবরা সহ পশ্চিম মেদিনীপুরের সমস্ত ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ২৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে। রাত বারোটা এক মিনিট বাজতেই আতশবাজি প্রদর্শনী এবং কেক কেটে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন শুরু হয়ে যায়। জেলা পার্টি অফিসে ওয়ার্ড কাউন্সিলর, জেলা সভাপতি, যুব সভাপতিরা অসংখ্য কর্মী নিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন। মেদিনীপুর শহরের নান্নুরচকের পার্টি অফিসের সামনে গভীর রাত থেকে নেতা কর্মীরা সমবেত হন। রীতিমতো কেক কেটে নববর্ষ এবং দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর বিশ্বনাথ পাণ্ডব, নির্মাল্য চক্রবর্তী, টোটন শাসপিল্লি, সত্য পড়িয়া।

২০২৪ ডুব দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত সদানন্দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ২০২৪টি ডুব দিয়ে অভিনব ভাবে নতুন বছরকে স্বাগত জানালেন বিষ্ণুপুর শহরের সদানন্দ দত্ত। রবিবার দুপুরে বিষ্ণুপুরের

ঐতিহ্যের লালবাঁধের জলে ২০২৪টি ডুব দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানালেন বিষ্ণুপুরের সাঁতারু সদানন্দ। ২০১৬ সাল থেকে বাংলা ও ইংরেজি বছরকে ডুব দিয়েই বরণ করেন তিনি। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কনকনে শীতে লালবাঁধের জলে একটানা একের পর এক ২০২৪টি ডুব দিয়ে নতুনকে অভিনব ভাবে বরণ করে নিলেন সদানন্দ। আর ডুব দেওয়ার সাক্ষী রইল বিষ্ণুপুরের উতসাহী বহু মানুষ। এই দৃশ্য দেখতে যোগ দিয়েছিলেন ঘুরতে আসা পর্যটকরাও। বিশ্ব রেকর্ড এখন লক্ষ্য সদানন্দের। এইভাবেই ডুব দিয়ে বিশ্বের নজরে আসতে চান তিনি। এখন সেই স্বপ্ন পূরণের আশায় রয়েছেন বিষ্ণুপুরের সদানন্দ।

বাড়ির পাঁচিল ভেঙে ঘরে ঢুকল গাড়ি, আতঙ্কে স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রবিবার রাত তিনটে নাগাদ কোন্নগরের দিক থেকে কলকাতার দিকে একটি গাড়ি বেপরোয়া গতিতে আসছিল সেই সময় দোলতলা ঘাটের সামনে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। এরপর কিছুটা এগিয়ে বেপরোয়া গতিতে উলটো দিকের একটি গাছে ধাক্কা মারে এবং সোজা সামনের বাড়ির পাঁচিল ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। স্থানীয়রা জানান, বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় এবং গাড়ির মধ্যে থেকে যুবকরা চিৎকার করতে থাকেন। স্থানীয় এক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, গাড়ির কাঁচ ভেঙে চালককে উদ্ধার করা হয়। যখন গাড়ির দরজা খোলা হয় সেই সময় তিনি লক্ষ্য করেন গাড়ির মধ্যে গাঁজার গন্ধ পান, গাড়ির মধ্যে মদ্যপান চলছিল। এরপর কিছু ক্ষণের মধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, ততক্ষণে বাকিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ ওই গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয়রা জানান এই ঘটনায় কোনো প্রাণহানি না হলেও জে কোনো বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো,পাশেই একটি আবাসন, ও একাধিক দোকান।

তারা জানান পুলিশ প্রশাসনের উচিত রাতের শহরে আরও নাকা ও

চেকিং বাড়ানো, তাহলেই রাতের শহরে মদ্যপান করে বেপরোয়া যান চলাচল কমবে। এই বিষয় কমিশনারেটের এক কর্তা জানান বর্ষ বরণের রাতে অতি তৎপর ছিল উত্তরপাড়া থানার পুলিশ,বিভিন্ন জায়গায় সাদা পোশাকেও পুলিশ মোতায়েন ছিল,এই ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক।

পুরুলিয়ার জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের শেষ দিনে জনজোয়ার

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: কনকনে শীতকে উপেক্ষা করেই সোমবার অর্থাৎ ১ জানুয়ারি শেষ হল পুরুলিয়ার বিখ্যাত হীরক রাজার দেশ জয়চন্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব ২০২৩-২০২৪।

সোমবার সকাল থেকেই পাহাড়ে তিল ধারণের জায়গা ছিল না।

২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত পাঁচদিন ধরে চলা এই উৎসবের শেষ দিনে জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব। বহিরাগত পর্যটকদের সঙ্গে এলাকাবাসীর

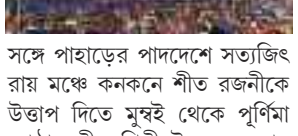

সঙ্গে পাহাড়ের পাদদেশে সত্যজিৎ রায় মঞ্চে কনকনে শীত রজনীকে উত্তাপ দিতে মুম্বই থেকে পূর্ণিমা শ্রেষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী উৎসবের শেষ দিনে মঞ্চ কাঁপিয়ে গান গেয়ে আগত পর্যটকদের মাতিয়ে তুলেছিলেন। তাই এবার হয়তো পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের হীরক রাজার দেশ জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব শেষ অবধি পর্যটনের স্থান হিসেবে গণ্য হতে চলেছে। এবারের উৎসবের উদ্বোধন মঞ্চ থেকেই দাবি উঠেছে এই উৎসবে এবার সরকারি শিলমোহর পড়ার। আগত উৎসবের আগে এলাকাবাসী সেই অপেক্ষাতেই দিন গোনা শুরু করল।

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: সারা রাজ্যের পাশাপাশি সোমবার কালনা ১ নম্বর ব্লকের ধাত্রীগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী বর্তমান তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি তুলে ধরেন। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে সাধারণ মানুষ যে ভাবে উপকৃত হয়েছেন তা বিশ্লেষণ করেন। এছাড়াও এদিন তিনি রাজ্যের প্রতি কেন্দ্র যে ভাবে বঞ্চনা করে চলেছে সেই অভিযোগের কথা তুলে ধরেন। যেমন ১০০ দিনের গরিব মানুষের কাজের টাকা না দেওয়া, আবাস যোজনায় ঘর তৈরির টাকা না দেওয়ার দাবিও করেন তিনি। কালনা ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রাবণী পাল, ধাত্রীগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক চৌধুরী সহ বিশিষ্টজনেরা। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এদিন একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

বর্ষবরণে চড়ুইভাতিতে মেতে আট থেকে আশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সোমবার বছরের শুরুতেই চড়ুইভাতিতে মেতে উঠল আট থেকে আশি। সোমবার শীতের আমেজকে সঙ্গী করে ছুটির মেজাজে ঘরের বাইরে কাটালেন বর্ধমানবাসী।

সোমবার জেলার সব পিকনিক স্পটেই ছিল উপচে পড়া ভিড়। অনেকেই সপরিবারে সবান্ধবে বছরের প্রথম দিনটা আনন্দে উল্লাসে কাটালেন। সারাদিন চলল খেলাধুলো, গানবাজনা, আড্ডার সঙ্গে ভুঁড়িভোজ। চা, কফি, মুড়ি, ছোলাভাজা, বেগুনির সঙ্গে সকালের টিফিনের মেনুতে রাখা হয় নলেন গুরের সন্দেশ। দুপুরের মেনুতে ছিল ভাত,ডাল, আলুর চিপস্, ফুলকপির রোস্ট, পোস্তর বড়া, আলু পোস্ত, চিকেন, মটনের গায়ে গা ঘেঁষে আনারসের চাটনি, টমেটোর চাটনি, সাবুর পাঁপড়, নলেন গুরের রসগোল্লা, নলেন গুড়ের সন্দেশ, সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশি মিঠা পাতার পান। কোথাও সকলে মিলে একসঙ্গে নৌকোয় নদী পারাপার করলেন, কোথাও আবার হিন্দি

গানের সঙ্গেই কোমর দোলালেন সপরিবারে।

গত মাসে শীতের দাপট একটু কম থাকলেও, উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে সেই শীতের আমেজ আবার ফিরে আসে বর্ষশেষে। সেই শীত উপভোগ করার আয়োজনে কোনও খামতি রাখেননি ভোজনরসিকরা। বর্ধমান শহরের সদরঘাট, দামোদর নদের পার, ডিভিসি পার সর্বত্রই পিকনিকের আনন্দে মেতে ওঠে সকলে। সকাল থেকেই ভিড় জমে যায় পিকনিক স্পটগুলোতে। বেলা যত বেড়েছে, ততই বেড়েছে ভিড়। খাওয়াদাওয়া খেলাধুলো গল্পে আড্ডায় হই হুল্লোড়ে দিন কাটালেন অনেকেই। তবে অশান্তি এড়াতে পিকনিক স্পটগুলিতে পুলিশ প্রশাসনের কড়া নজরদারি ছিল।

অন্যদিকে পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদ থানার অন্তর্গত দামোদর নদের পাড়ে বুদবুদের রণডিহা ড্যামেও বছরের প্রথম দিনে পিকনিক করতে উপচে পড়ে ভিড়। স্থানীয়রা তো বটেই, আশপাশের থেকে বহু মানুষ এদিন পিকনিক করতে ভিড় জমান রণডিহা ড্যামে।

প্রতি বছর রণডিহা ড্যামে জলে ডুবে যাওয়ার ঘটনা ঘটে থাকে, তাই আগে থেকেই ড্যামের গেট বন্ধ রাখা হয়। অন্যদিকে বুদবুদ থানার পুলিশের কড়া নজরদারি ছিল ড্যামের চারপাশে। মাঝে মাঝে জলে না নামার জন্য পুলিশকে মাইকিং করতেও দেখা যায়। শীতের আমেজে পিকনিক করতে আসা মানুষদের ভিড়ে উৎসবের আকার ধারণ করেছিল ড্যামের চারপাশ।

গণ 'সূর্য নমস্কার'-এ গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম মোদির গুজরাতের

আমদাবাদ, ১ জানুয়ারি: গণ 'সূর্য নমস্কার'-এ গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তুলল নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাত। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানালেন সে কথাও। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে তিনি লেখেন, 'গুজরাত একটি অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে ২০২৪-কে স্বাগত জানিয়েছে। ১০৮টি ভেন্যুতে একসঙ্গে সূর্য নমস্কার করার জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড স্থাপন করেছে। ১০৮ নম্বরটি ভারতীয় সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।' সঙ্গে এও জানান, 'সূর্য নমস্কার' ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

সোমবার অর্থাৎ নতুন বছরের প্রথম দিনে গুজরাতে গণ 'সূর্য নমস্কার'-এর আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্যের ১০৮টি স্থানে এর আয়োজন করা হয়। 'সূর্য নমস্কার' করার জন্য হাজির ছিলেন ৪ হাজারের বেশি মানুষ। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন বলে গুজরাত সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মতো 'সূর্য নমস্কার'-এর মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল মোধেরা সূর্য মন্দির এলাকাতেও। এখানে হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংভি। এছাড়াও হাজির ছিলেন শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে যোগব্যায়ামে উৎসাহী এবং প্রবীণ নাগরিকদের একাংশ। এদিকে মোধেরা সূর্য মন্দিরে 'সূর্য নমস্কার' অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের বিচারক স্বপ্নিল ডাঙ্গারিকর। তিনি বলেন, 'সূর্য মন্দির এলাকায় বহু মানুষের যোগদানে বিস্মিত। এর আগে বিশ্বে কোনও স্থানে 'সূর্য নমস্কার'-এ এত মানুষের সমাগম হয়নি।' সমস্ত তথ্য বিচার বিশ্লেষণ করার পর মোধেরার 'সূর্য নমস্কার' অনুষ্ঠানকে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

সূর্য নমস্কার'-এ রেকর্ড তৈরি হওয়ায় উচ্ছ্বাসিত গুজরাতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংভি-ও। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টে তিনিও বিশ্ব রেকর্ড গড়ার কথা জানান। ১০৮ জায়গায় 'সূর্য নমস্কার' অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে যোগের আয়োজন করা হয়েছিল, তা অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে বলেও দাবি করেছেন তিনি।

নতুন বছরের প্রথম দিনেই পুরীর মন্দিরে শুরু হল নয়া পোশাক বিধি

পুরী, ১ জানুয়ারি: আগেই জানানো হয়েছিল নতুন পোশাক বিধির কথা। ইংরেজি নতুন বছরের শুরুর দিন থেকেই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে চালু হল নয়া পোশাক বিধি। এই বিধি অনুসারে মন্দিরে আসতে হলে পোশাকে শালীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

পাশপাশি মুখে পান-গুটখা থাকলে সেই ভক্তের জন্য পুরীর মন্দিরের দরজাও থাকবে বন্ধ। এরই পাশাপাশি অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবং দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে বছরের প্রথম দিন বিশেষ ব্যবস্থাও করে জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ।

নয়া নিয়ম অনুযায়ী, হাফ প্যান্ট পরে আসা কোনও পুণ্যার্থীকে এদিন মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। মহিলা পুণ্যার্থীদের ক্ষেত্রে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ কিম্বা পা ঢাকা পোশাক বাঞ্ছনীয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে ফুল প্যান্ট, শার্ট কিংবা কুর্তা-পাজামা 'শালীন' পোশাক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় মন্দির কমিটির তরফে। ১২ বছরের নিচের শিশুদের জন্য অবশ্য হাফ প্যান্টে ছাড় রয়েছে। ছেঁড়া-ফাটা জিন্স, শর্ট স্কার্ট, স্লিভলেস পোশাক নৈব নৈব চ। গর্ভগৃহে প্রবেশের আগে লাইনেই পোশাকবিধি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আর এইসব নজরদারি চালানোর জন্য পুরীর মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে মোতায়েন করা হয় প্রতিহারি সেবায়েতদের।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ২০ অক্টোবর শ্রী জগন্নাথ টেম্পল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে ড্রেস কোড নিয়ে একটি বিশেষ গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়। যেখানে প্রত্যেক সেবায়েতকে ধুতি, তোয়ালে এবং পাট্টা নিয়ে পুজোর অনুমতি দেওয়া হয়। ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরে সোমবার থেকে পান-গুটখা খেয়ে প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

এদিকে সূত্রে খবর, বর্ষবরণের রাতে ১১টা নাগাদ সম্পন্ন হয় পুজোর রীতিনীতি। এরপর মধ্যরাত ১টা ৪০ মিনিট থেকে দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় জগন্নাথ মন্দিরের দরজা। পুরীর সেন্ট্রাল জোনের আইজি আশিস সিং জানান, 'রবিবার মধ্যরাত ১টা ৪০ মিনিট থেকে ভক্তদের দর্শনের সুযোগ দেওয়া হয়। এদিন মধ্যরাত থেকে লম্বা লাইন পড়ে শ্রীমন্দিরের সামনে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশ্রামকক্ষে দাঁড়িয়ে পুজোর জন্য অপেক্ষা করেন ভক্তরা।' দর্শনের পর উত্তরদিকের দরজা নিয়ে মন্দির থেকে দলে দলে বের হন পুণ্যার্থীরা।

শ্রী জগন্নাথ টেম্পল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মুখ্য প্রশাসক রঞ্জন কুমার দাস জানান, '১ জানুয়ারি থেকে জগন্নাথ মন্দিরে দর্শনের জন্য আসা সমস্ত পুণ্যার্থীকে সমস্ত নিয়ম মেনে চলতে হবে।'

নতুন বছরের প্রথমেই চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনা সংক্রমণের হার

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি: নতুন করে চিন্তা বাড়চ্ছে করোনা। করোনার নয়া সাব ভ্যারিয়েন্ট জেএন১-এ বাড়বাড়ন্ত। ফলে নতুন বছরের শুরুতেই কপালে ভাঁজ ফেলছে নয়া চিন্তা করোনার নতুন সাব ভ্যারিয়েন্ট জেএন-১। এদিকে দেশে ফের উর্ধ্বমুখী করোনা সংক্রমণ। স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে খবর, শনি থেকে রবিবার এই ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৬৩৬ জন। ভারতের সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪৩৯৪। রবি থেকে সোমের মধ্যে ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। দেশে করোনার বাড়বাড়ন্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক। করোনার নতুন সাব ভ্যারিয়েন্টে জে এন ওয়ানের আবির্ভাবের পরেই দেশে ক্রমশ আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে। এদিকে রাজ্যেও করোনার হদিশ মিলেছে। বেলেঘাটা আইডিতে করোনা আক্রান্ত হয়ে ভর্তি কয়েকজন। ২০টি রাজ্যে ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলেও সংক্রমণের খোঁজ মিলেছে বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে খবর। এদিকে শীতের মরশুমে গত কয়েক সপ্তাহে করোনার সংক্রমণের গ্রাফ উর্ধ্বমুখী। বিভিন্ন রাজ্যে ধারাবাহিক ভাবে বেড়েছে সংক্রমণ। কেরালা ও কর্নাটক শীর্ষে রয়েছে। খুব একটা পিছিয়ে নেই গুজরাত, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুও। কেরালায় প্রথম করোনার উপ প্রজাতি জেএন১-এর হদিশ মেলে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম জেএন১-এর খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। এরপর ইউরোপের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে করোনার এই নতুন উপরূপ। চিনের হাসপাতালগুলিতে করোনা রোগীর ভিড় বাড়তে শুরু হয়। এখনও পর্যন্ত বিশেষজ্ঞরা যা জানাচ্ছেন তাতে করোনার এই নতুন রূপ আগের মতো মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে না। তবে চারদিকে যে হারে সংক্রমণ বেড়েছে তাতে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন।

অন্যদিকে, বিশেষজ্ঞদের দাবি করোনার এই উপপ্রজাতির ধাক্কায় বিশ্বজুড়ে হৃদরোদগের আশঙ্কা বেড়ে যেতে পারে। স্ট্রোকও হতে পারে। এমনই দাবি করা হয়েছে নতুন জাপানি গবেষণায়। নয়া রিপোর্ট পেশ করে সতর্কতা জারি করেছে জাপানের শীর্ষস্থানীয় গবেষণা সংস্থা রিকেন। সূত্রের খবর, দেশে করোনা সংক্রমণ বাড়লেও এখনই মাস্ক পরা বা কোভিড বিধিনিষেধ জারি করা হবে না। সাধারণ মানুষকে অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যাঁদের উপসর্গ রয়েছে তাঁদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মাস্ক পরার। সূত্রের খবর, দেশে করোনা সংক্রমণ বাড়লেও এখনই মাস্ক পরা বা কোভিড বিধিনিষেধ জারি করা হবে না। সাধারণ মানুষকে অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যাঁদের উপসর্গ রয়েছে তাঁদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মাস্ক পরার। কেন্দ্রের তরফে সতর্ক করা হয়েছে সব রাজ্যকে। করোনা পরিস্থিতির দিকে সর্বক্ষণ নজর রাখা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত বছরের শেষ থেকেই এদেশে অনেকটা দাপট কমে গিয়েছিল করোনার। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও অনেকটা থিতু হয়েছে করোনা আতঙ্ক। বহু দেশেই শিথিল করে দেওয়া হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। মাস্ক পরার মতো নিয়মও এদেশে শিথিল করে দেওয়া হয়েছে। করোনাকে হারিয়ে সকলেই এখন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছেন। তবে ২০২৩-এর শেষের দিক থেকেই আবার চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনার নয়া উপপ্রজাতি।

রাশিয়ায় 'নিষিদ্ধ' ক্লাস্টার বোমা হামলা ইউক্রেনের

কিয়েভ, ১ জানুয়ারি: ফের রাশিয়ায় 'নিষিদ্ধ' ক্লাস্টার বোমা ফেলল ইউক্রেন। শনিবার রাশিয়ার বেলগোরোদে হামলা চালায় ইউক্রেন। মস্কোর তরফে জানানো হয়েছে, এই বিমান হানায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ২০ জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছে ২ শিশু। আহত হয়েছেন ১১১ জন। হামলার একদিন আগেই ইউক্রেনে মিসাইল হামলা চালায় রুশ বাহিনী। যার বদলা নিতেই ইউক্রেন বাহিনী এই হামলা চালায় বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, বেলগোরোদের গভর্নর ভ্যাচিস্লাভ গ্ল্যাডকোভের দাবি করেছেন, 'শনিবার বসতি এলাকায় ইউক্রেন হামলা চালায়। হামলা হতেই সাইরেন বাজতে শুরু করে, তখনই সকলকে শীঘ্রই নিরাপদ স্থানে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বলা হয়। কিন্তু তারপরও বহু প্রাণহানি ঘটেছে।' স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ইউক্রেনের খারকিভ অঞ্চল থেকে রকেট লঞ্চারের মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়। রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তরফে সোমবার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই হামলায় ক্লাস্টার বোমা ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি ইউক্রেনীয় বাহিনীর এই আগ্রাসানের বদলা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে মস্কোর তরফে।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার সকাল থেকে ইউক্রেনের আকাশে উড়ে আসে রুশ বিমান। চলতে থাকে লাগাতার আক্রমণ। ১৫৮টি মিসাইল ও ড্রোন ছোড়া হয়। এর মধ্যে ২৭টি ড্রোন ও ৮৭টি ক্রুজ মিসাইল গুলি করে নামিয়ে আনে ইউক্রেন। টেলিগ্রামে সেদেশের সেনাপ্রধান দাবি করেছিলেন। হামলায় অন্তত ১৬ জন প্রাণ হারায় ও ১০০ জন আহত হন। রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধের দু'বছর পূর্ণ হতে চলেছে। রাশিয়ায় একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইউক্রেনীয় সেনা। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে মস্কোর তরফে যে ভয়ানক হাতিয়ার ব্যবহারের অভিযোগ বারবার তোলা হচ্ছে, সেই 'নিষিদ্ধ' ক্লাস্টার বোমা কিয়েভকে দিচ্ছে আমেরিকা। ক্লাস্টার বোমার ভয়াবহতার জন্য বিশ্বের ১২০টি দেশ এটির ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এর আগেও এই যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন জেলেনস্কি।

গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলার হুঁশিয়ারি নেতানিয়াহুর

তেলআভিভ, ১ জানুয়ারি: নতুন বছরে হিংসা, যুদ্ধ আর হানাহানি বন্ধের প্রার্থনা দিয়েই যেখানে ২০২৪কে স্বাগত জানিয়েছে গোটা বিশ্ব, সেখানে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর হুঙ্কার, এখনও বহুদিন ধরে গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলবে। এমনকি ইরানের ওপর সরাসরি হামলার হুঁশিয়ারিও দিলেন নেতানিয়াহু। উল্লেখ্য, অক্টোবর মাস থেকে এখনও অব্যাহত হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধ। ইতিমধ্যেই সেখানে মৃতের সংখ্যা ২০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

বছরের শেষদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি স্পষ্ট জানান, গাজার দক্ষিণে মিশরের সঙ্গে সীমান্ত এলাকাটি ইজরায়েলের নিয়ন্ত্রণে থাকা দরকার। সত্বর এই অঞ্চলে যাতায়াত বন্ধ করে না দিলে গাজায় সন্ত্রাসের বাড়বাড়ন্ত থামানো মুশকিল। ইজরায়েল গাজাকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। প্রসঙ্গত, ইজরায়েলের তরফে একাধিকবার বলা হয়েছে, গাজা থেকে হামাসকে একেবারে সরিয়ে ফেলতে পারলেই সুরক্ষিত হবে গোটা দেশ।

আগামী কিছুদিনের মধ্যে যুদ্ধ থামার কোনও ইঙ্গিত তো মেলেইনি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কথায়। বরং নতুন উদ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান নেতানিয়াহু। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'পুরোদমে যুদ্ধ চলছে। সবরকম ভাবেই যুদ্ধ করে চলেছে সেনাবাহিনী। তবে জয় পেতে এখনও খানিকটা দেরি আছে। আমাদের সেনাপ্রধানও বলেছেন, আরও অনেক মাস যুদ্ধ চলবে।' তাঁর কথাতেই যুদ্ধের চালিয়ে যাওয়ার সুর।

পাশাপাশি ইরানকেও সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী। হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে লেবানন সীমান্ত থেকেও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে হামলা চালানো হয়েছে। তার প্রেক্ষিতেই হুঁশিয়ারি দিয়ে নেতানিয়াহু বলেন, 'হেজবোল্লা যদি এ ভাবে হামলা চালিয়ে যেতে থাকে, তা হলে ওরা এমন আক্রমণের সম্মুখীন হবে, যা ওদের কল্পনাতীত। একই কথা খাটে ইরানের ক্ষেত্রেও।'

Chairman,Diamond Harbour Municipality,Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites Tender for the work of **1.** Proposed Construction for sinking of Ten (10) no's deep tubewell (300 X 200) of depth 330 m within Ward no: 2,3,4,5,6,9,10,14, 15,16 under Diamond Harbour Municipality. **2.** Proposed construction of Ten (10) no's pump house for deep tube well within Ward no: 2,3,4,5,6,9,10,14,15,16 under Diamond Harbour Municipality. **NIT No.:-WBMAD/ ULB/DH/WTP/11/327/(e)/23-24, Viz. Memo no.:-K-12(Tender)/ A-730/D.H.M.Dated:27.12.2023.** For details information contact with Engineering Section, Diamond Harbour Municipality And in the departmental website: **http//wbtenders.govt.in.** Bid Submission End Date : **02.02.2024 up to 5.00 PM.**

Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

কৃষ্ণগহ্বরের রহস্য উন্মোচনে অভিযানে নামল 'ইসরো'

শ্রীহরিকোটা, ১ জানুয়ারি: ২০২৪-এ পা রাখতে না রাখতেই সাফল্যের আরও এক মাইলফলক ছুঁতে চাইছে ভারত। মহাশূন্যের সবথেকে বড় রহস্য কৃষ্ণগহ্বরের রহস্য উন্মোচনে অভিযানে নামল ইসরো। কৃষ্ণগহ্বর ও নিউট্রন স্টার নিয়ে গবেষণার লক্ষ্যেই সোমবার উৎক্ষেপণ করা হল রকেট। আমেরিকার পর ভারতই প্রথম কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষণার জন্য মহাকাশে রকেট পাঠাল।

ইসরোর সূত্রে খবর, ১ জানুয়ারি সকাল ৯টা ১০ মিনিটে উৎক্ষেপণ করা হল এক্সপোস্যাট বা এক্স-রে পোলারিমিটার স্যাটেলাইটের। পোলিক্স ও এক্সস্পেক্ট নামক দুটি পে-লোড সহ রকেটটি উৎক্ষেপণ করা হল এটি। এই অভিযানের আরও একটি উল্লেখ্য বিষয় হল, গোটা মিশনটির নেতৃত্ব দিয়েছেন একজন বাঙালি বিজ্ঞানী। ইসরোর তরফে এও জানানো হয়েছে, এক্স-রে ফোটন ও তার পোলারাইজেশন ব্যবহার করে এক্সপোস্যাট কৃষ্ণগহ্বরের কাছের রেডিয়েশন বা তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে। এছাড়া নিউট্রন স্টার সম্পর্কেও জানতে সাহায্য করবে এই স্যাটেলাইট। মহাশূন্যে থাকা নিউট্রন স্টার নিয়েও তথ্য সংগ্রহ করবে এই স্যাটেলাইট। ইসরোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এক্সপোস্যাট স্যাটেলাইটের দাম ২৫০ কোটি টাকা। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, মহাশূন্যে এই স্যাটেলাইটের আয়ুষ্কাল প্রায় ৫ বছর।

গাজায় বিমানহানায় নিহত হামাস কম্যান্ডার মাসামাহ

গাজা, ১ জানুয়ারি: গাজায় বিমানহানায় নিহত হয়েছে হামাসের কম্যান্ডো বাহিনী 'নুখবা ফোর্স'-এর কম্যান্ডার আদেল মাসামাহ। ৭ অক্টোবর হামলার নেতৃত্বে থাকা হামাস কম্যান্ডার মাসামাহ ইজরায়েলি বিমান হানায় প্রাণ হারায় বলেই খবর দ্য টাইমস অফ ইজরায়েল সূত্রে।

ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, রবিবার রাতে মধ্য গাজার দেইর আল বালাহ শহরে বিমান হামলা চালানো হয়। ওই অপারেশনে নিহত হয়েছে হামাসের কম্যান্ডো বাহিনী 'নুখবা ফোর্স'-এর কম্যান্ডার মাসামাহ। গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের এই বাহিনীই বাঁধ ভাঙা জলের মতো ঢুকে পড়ে ইজরায়েলে। গাজা সীমান্ত সংলগ্ন ইজরায়েলি বসতি কিসুফিম, বেইরি ও নিরিমে হত্যালীলা চালায় নুখবা ফোর্স। ওই হামলায় প্রাণ যায় অন্তত দেড় হাজার ইজরায়েলি নাগরিকের। প্রায় ২৫০ জন পণবন্দি হয় হামাসের হাতে।

এদিকে, উত্তর গাজায় হাসাম ও ইসলামিক জেহাদের একাধিক ডেরায় অভিযান চালিয়েছে ইজরায়েলি বাহিনী। আইডিএফ জানিয়েছে, গাজার শেজাইয়া এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে ওয়াইতা ব্রিগেড। জঙ্গিদের বিশাল অস্ত্র ভাণ্ডারের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে একটি মসজিদে। দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে প্রবল লড়াই চালাচ্ছে হামাস। ইজরায়েলি সেনাদের নিশানা করে রকেট ও মোর্টার ছুঁড়ছে জঙ্গিরা।

JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY

E-bids are invited by the Chairman-J.M.M for the development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl No.	Name of the work	NIT No.
1.	ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD OF B.D. BHATTACHARYA BYE LANE NEAR SAJAL BHATTACHARYA'S & NIHAR RANJAN SARKER'S HOUSE IN WARD NO. III WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	WBMAD/ULB/ JOYNAGAR-MOZILPUR/ 28/2023-24 (2nd Call) SL1 TO 6
2.	ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD OF CHAMPATALA BYE LANE (BORO MUSALMAN PARA) NEAR MAHIM SAHA & ALI HOSSAIN SAHO'S HOUSE IN WARD NO. XII WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	
3.	ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD OF CHAMPATALA BYE LANE (CHOTO MUSALMAN PARA) NEAR REJAUL, IMAM MOLLA & KALAM MOLLA'S HOUSE IN WARD NO. XII WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	
4.	ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD OF CHAMPATALA BYE LANE NEAR ANIL BISWAS & NAGEN BISWAS'S HOUSE IN WARD NO. XII WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	
5.	Construction of a Boundary wall of a Burrial ground at Hasanpur Road (Pailan Para) in Ward No VI within Joynagar Majilpur Municipality.	
6.	Construction of masonry High Drain works at Daspara Musalmanpara Road from Rina Biswas house to Ganesh Halder house in Ward-01, within Jaynagar Majilpur Municipality.	

Tender ID: 2023_MAD_630493_1 to 6. Bid submission starting date: **29/12/2023 at 09:00 AM**. Bid submission closing date: **15/01/2024 at 09:00 AM**. Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Joynagar Mozilpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[ডিইএন/৩/হাওড়া]**। ক্র.নং.-১। **ই-টেন্ডার নম্বরঃ ২৭৫_২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ০১.০১.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/কাটোয়া-এর অধীনে স্টেশন বিল্ডিং ও প্যাসেঞ্জার ইয়ার্ডের জন্য এসএএলই, জিজিএলই-তে ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন পরিবর্তন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬৫,৮৬,১৭৮.৫৫ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৩১,৭০০ টাকা। ক্র.নং.-২। **ই-টেন্ডার নম্বরঃ ২৭৯_২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ০১.০১.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** বেলুড়-মগরা সেকশনে সাবওয়ে ব্রিজ ও এসিসিএল-এ ব্রিজ নং ১৭ (আরইউবি) শক্তিশালীকরণ ও মেরামতি। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৮৭,০৫,১৬০.৯৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৭৪,১০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০১.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে বায়না মূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-419/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

উত্তরপ্রদেশে ফের দলিত কন্যার শ্লীলতাহানির চেষ্টা বাধা দিতে ফেলে দেওয়া হল ফুটন্ত আখের রসে

বাগপত, ১ জানুয়ারি: উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বা তাঁর প্রশাসন নিজের রাজ্যের প্রশাসন নিয়ে যে দাবিই করুন না কেন, উত্তরপ্রদেশে দলিত কন্যাদের ওপর নির্যাতনের ঘটনাতে কোনও ভাবেই রাশ পরানো যাচ্ছে না। এবার উত্তরপ্রদেশের বাগপতে ফুটন্ত আখের রসের কড়াই ছুড়ে ফেলা হল এক দলিত কন্যাকে।

সূত্রে খবর, আখের রস ফোটানোর সময় কড়াইয়ে হাতা নাড়ছিলেন ১৮ বছরের যুবতী। হঠাৎ পিছন থেকে তাঁকে জাপটে ধরে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয়। তখনই বাধা দিতে গেলেই ঘটে ভয়ঙ্কর পরিণতি। ধাক্কা মেরে ফুটন্ত

কড়াইয়ে ফেলে দেওয়া হয় যুবতীকে। এতে গুরুতর জখম হন ওই যুবতী। সূত্রে খবর, তাঁর শরীরের প্রায় ৬০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর প্রদেশের বাগপত জেলায় একটি গুড় তৈরির কারখানায় কাজ করত ১৮ বছরের দলিত যুবতী। রবিবার ওই যুবতী কারখানায় কাজ করছিলেন। হঠাৎ কারখানার মালিক প্রমোদ যুবতীর উপরে চড়াও হয়। যুবতীকে যৌন হেনস্থা করার চেষ্টা করে। কারখানার মালিককে এই কাজে মদত দেয় রাজু ও সন্দীপ নামক কারখানার দুই শ্রমিক। যুবতী বাধা দিলে আরও জোর করে অভিযুক্তরা। সম্মান বাঁচাতে চিৎকার করতে থাকে যুবতী। এরপরই অভিযুক্তরা ওই যুবতীকে ফুটন্ত আখের রসের মধ্যে ফেলে দেয়। পরে কারখানার অন্য শ্রমিকরা ওই যুবতীকে কড়াই থেকে উদ্ধার করে। খবর দেওয়া হয় তাঁর বাড়িতেও। যুবতীর দাদা এসে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে দিল্লির জিটিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় যুবতীকে। বর্তমানে তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক বলেই জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, যুবতীর দাদার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭, ৫০৪, ৩৫৪ ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY

E-bids with latest corrigendum are invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl No.	Name of the work	NIT No.
1.	RENOVATION & IMPROVMENT OF BLACK TOP ROAD OF DR. G.M. SARONI AND S.S. SARONI (FROM RUBBER STAMP TO GHENCHAR MORE) IN WARD NO. I & II WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	WBMAD/ULB/ JOYNAGAR-MOZILPUR/ 30/2023-24 (2nd Call) SL1 to 6
2.	RENOVATION & IMPROVMENT OF BLACK TOP ROAD OF DUTTA PARA ROAD (FROM SANTONU CHAKRABORTY'S HOUSE TO BACK SIDE OF WBSEDCL) IN WARD NO. I & II WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	
3.	RENOVATION & IMPROVMENT OF BLACK TOP ROAD OF DUTTA PARA ROAD (FROM GHENCHAR MORE TO MITRASANGHA CLUB) IN WARD NO. II WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	
4.	RENOVATION & IMPROVMENT OF BLACK TOP ROAD OF BIPLOBI KANAILAL BHATTACHARYA ROAD (FROM AMAR PAL'S HOUSE TO TOWN HALL) IN WARD NO. II WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	
5.	RENOVATION & IMPROVMENT OF BLACK TOP ROAD OF MOTILALPARA ROAD (FROM SHIB MONDIR TO PRAMANICK'S HOUSE) IN WARD NO. IX WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	
6.	RENOVATION & IMPROVMENT OF BLACK TOP ROAD OF MITRA PARA ROAD (From Bangasree Club to Bijan Chakraborty's house) IN WARD NO. X WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	

Tender ID: 2023_MAD_624952_1 to 6. Bid submission starting date: **02/01/2024 at 09:00 AM.** Bid submission closing date: **10/01/2024 at 11:30 AM .** Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in** ***Sd/- Chairman, Joynagar Mozilpur Municipality***

ওয়ানডে থেকে অবসরের ঘোষণা ওয়ার্নারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিডনিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট খেলার অপেক্ষায় থাকা ডেভিড ওয়ার্নার জানিয়েছেন, ওয়ানডে ক্রিকেটও আর খেলবেন না। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শুধু টি-টোয়েন্টি চালিয়ে যাবেন। আজ সিডনিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই ঘোষণা দেন।

তবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) চাইলে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলবেন বলে জানিয়েছেন ওয়ার্নার। নয়তো ক্যারিয়ারের বাকি সময় আন্তর্জাতিক ও ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন।

বুধবার সিডনিতে শুরু হতে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান সিরিজের তৃতীয় টেস্টই যে এই সংস্করণে তাঁর শেষ ম্যাচ, সেটি জানিয়েছিলেন আগেই। নতুন বছরের প্রথম দিন সিডনিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ওয়ার্নার শেষ বলে দিয়েছেন ৫০ ওভার ক্রিকেটকেও, 'অবশ্যই আমি ওয়ানডে থেকেও অবসর নিচ্ছি। ব্যাপারটা আমি বিশ্বকাপজুড়েই বলে আসছিলাম। এর মধ্যেই ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ জিতলাম, যেটা অনেক বড় অর্জন। সুতরাং, আজ আমি দুটি সংস্করণ থেকেই অবসরের সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, যা আমাকে বিশ্বজুড়ে লিগ খেলার এবং ওয়ানডে দলকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেবে। আমি জানি সামনে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আছে। সামনের দুই বছর আমি যদি ভালো ক্রিকেট খেলি এবং দলের কাউকে দরকার হয়, আমি থাকব।'

২০২৫ সালে পাকিস্তানে হতে যাওয়া চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে যদি নাটকীয়ভাবে না ফেরেন, তাহলে ওয়ানডেতে ওয়ার্নারের সর্বশেষ ম্যাচ হয়ে থাকবে গত বছরের ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের বিশ্বকাপ ফাইনাল। যে ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে নিজেদের ইতিহাসে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ ট্রফি, ওয়ার্নার জিতেছেন দ্বিতীয়বার।

২০০৯ সালে ওয়ানডে ক্রিকেটে পা রাখা ওয়ার্নার এক যুগের বেশি সময়ে খেলেছেন ১৬১টি ওয়ানডে, যেখানে ৪৫.৩০ গড়ে করেছেন ৬ হাজার ৯৩২ রান। রানের দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার ষষ্ঠ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি। এ সংস্করণে ২২টি শতক আছে তাঁর, এদিক থেকে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় (রিকি পন্টিংয়ের ৩০)।

অবসর ঘোষণার আগেই আগামী মাসে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজ থেকে সরে গিয়েছিলেন ওয়ার্নার। ৩৭ বছর বয়সী এই ওপেনারের ওই সময়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলার কথা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে কমপক্ষে আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েস্ট ইন্ডিজে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলে যাওয়ার কথাও জানিয়েছেন এরই মধ্যে।

'তাদের কিছু যায়,আসে না', আইসিসি আর ভারতের মতো বোর্ডের সমালোচনায় ওয়াহ

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিউজিল্যান্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় সারির দল পাঠানো টেস্ট ক্রিকেটের মৃত্যুর মুহূর্ত নির্ধারণী কি না, এমন প্রশ্ন তুলেছেন সাবেক অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক স্টিভ ওয়াহ। আইসিসি এবং শীর্ষ ক্রিকেটখেলুড়ে দেশের বোর্ডগুলোর টেস্ট ক্রিকেটের এমন অবস্থায় কিছু যায়,আসে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এটি নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের প্রতি অসম্মান বলেও মনে করেন ওয়াহ।

আগামী মাসে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ দুটি ম্যাচ খেলতে নিউজিল্যান্ডে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে সে সময়ে হবে দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি লিগ এসএ,টোয়েন্টি। সেরা খেলোয়াড়দের সেখানে সুযোগ করে দিতে নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ১৪ জনের দল ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা, যেখানে অধিনায়ক নিল ব্র্যান্ডসহ ৭ জন অভিষেকের অপেক্ষায়।

সেই স্কোয়াডের সদস্যদের একটি ছবি পোস্ট করে ওয়াহ ইনস্টাগ্রামে লেখেন, 'এটিই কি টেস্ট ক্রিকেটের মৃত্যুর একটি নির্ধারণী মুহূর্ত? আইসিসির পাশাপাশি ভারত, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার অবশ্যই খেলার বিশুদ্ধতম এই সংস্করণ রক্ষায় এগিয়ে আসা উচিত।' এরপর সিডনি মর্নিং হেরাল্ডকে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এ অধিনায়ক বলেন, 'অবশ্যই তাদের কিছু যায়,আসে না।'

সামনের বছরগুলোতে বক্সিং ডে টেস্টের মতো অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের অন্যতম বড় ইভেন্টের ওপরও প্রভাব পড়বে বলেও মনে করেন ওয়াহ, 'নিজেদের সেরা খেলোয়াড়দের দেশে রেখে দেওয়া হবে;দক্ষিণ আফ্রিকার বোর্ডে এটি যদি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত হয়, তাহলে এমনই ঘটবে। আমি যদি নিউজিল্যান্ড হতাম, তাহলে আমি এ সিরিজটি খেলতামই না। আমি জানি না, তারা কেন খেলছে। কেন খেলছেন আপনি, যখন এটি নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের প্রতি সম্মানের ঘাটতি?'

সমস্যাটা কোথায়, সে ব্যাপারে ওয়াহ বলেছেন, 'সমস্যা কী, সেটি মোটামুটি স্পষ্টই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের পূর্ণ শক্তির দল পাঠাচ্ছে না (অস্ট্রেলিয়ায়)। কয়েক বছর ধরেই তারা পূর্ণ শক্তির দল নির্বাচন করছে না। নিকোলাস পুরানের মতো একজন সত্যিকারের টেস্ট ব্যাটসম্যান যে টেস্ট ক্রিকেট খেলে না। জেসন হোল্ডার, হয়তো তাদের সেরা খেলোয়াড়;এখন খেলছে না। এমনকি পাকিস্তানও পূর্ণাঙ্গ দল পাঠায়নি (অস্ট্রেলিয়ায়)।'

দ্রুত এগিয়ে না এলে টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ সুবিধার নয়, ওয়াহর আশঙ্কা এমন, 'যদি আইসিসি বা কেউ দ্রুত এগিয়ে না আসে, তাহলে টেস্ট ক্রিকেট আর টেস্ট ক্রিকেট থাকল না। কারণ, আপনি সেরা খেলোয়াড়দের বিপক্ষে নিজেকে তটেস্টদ (পরীক্ষা) করছেন না।'

ইনস্টাগ্রামের পোস্টেই ওয়াহ টেস্টে সবার জন্য সমান একটি ম্যাচ ফির কথা বলেছেন। সিডনি মর্নিং হেরাল্ডকে সেটি আরেকটু ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'আমি বুঝি, কেন খেলোয়াড়েরা আসছে না। তারা ঠিকঠাক টাকা পাচ্ছে না। আমি বুঝি না, আইসিসি বা শীর্ষ দেশগুলো; যারা অনেক টাকা কামাচ্ছে, তারা কেন টেস্ট ম্যাচের জন্য একটা ম্যাচ ফি নির্ধারণ করে দেয় না, যেটি দামি। যাতে লোকে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে উৎসাহিত হয়।'

সেটি না হলে টেস্টের প্রতি আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই হারিয়ে যাবে বলে মনে করেন ওয়াহ, 'অন্যথায় তারা শুধু টি-টেন বা টি-টোয়েন্টি খেলবে। লোকে এতে ভুগবে, কারণ পূর্ণাঙ্গ দল না খেললে এটি টেস্ট ক্রিকেট নয়।'

এমনিতে আইসিসির লভ্যাংশের একটা বড় অংশ পায় বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই (ভারতের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড)। ২০১৭ সালে আইসিসির টেলিভিশন স্বত্ত্বের ২২ শতাংশ (প্রায় ৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার) পেত ভারত, ২০২৩ সালে এসে যেটির পরিমাণ প্রায় ৩৮ শতাংশ (৪.৫ বিলিয়ন) হয়। ওয়াহ তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, 'ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নিশ্চয়ই মূল্য আছে। আমরা যদি শুধু লভ্যাংশকেই মানদণ্ড ধরে নিই, তাহলে ব্র্যাডম্যান, গ্রেস, সোবার্সের লিগ্যাসি তাৎপর্যহীন হয়ে পড়বে।'

শাহিন আফ্রিদিকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্তকে ভুল বললেন শহীদ আফ্রিদি

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানের ব্যর্থতার বিশ্বকাপ অভিযান শেষে তিন সংস্করণেরই অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন বাবর আজম। গত ১৫ নভেম্বর বাবর পদত্যাগ করার দুই ঘণ্টার মধ্যে নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। টেস্টে অধিনায়কত্ব পান ব্যাটসম্যান শান মাসুদ, টি-টোয়েন্টিতে ফাস্ট বোলার শাহিন আফ্রিদি। আগামী কয়েক মাস ওয়ানডে না থাকায় এই সংস্করণে নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করা হয়নি।

টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে এ মাসেই অভিষেক হয়েছে মাসুদের। তাঁর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া সফরে এরই মধ্যে সিরিজও হেরে গেছে পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে আফ্রিদির অভিষেক হবে নতুন বছরে। ১২ থেকে ২১ জানুয়ারির মধ্যে নিউজিল্যান্ড সফরে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান।

পিএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজি লাহোর কালান্দার্সকে নেতৃত্ব দিয়ে টানা দুবার শিরোপা জেতানো আফ্রিদি জাতীয় দলের নেতা হিসেবে কেমন করেন, সেটা কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা যাবে। তবে শাহিন আফ্রিদির শ্বশুর শহীদ আফ্রিদির মতে, তাঁর জামাতাকে পাকিস্তানের নেতৃত্বে আনার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল।পাকিস্তান দলের মতো শহীদ আফ্রিদিও এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন। বাবর, রিজওয়ান, শাহিনরা অস্ট্রেলিয়ায় গেছেন খেলতে আর শহীদ আফ্রিদি গেছেন তাঁর ফাউন্ডেশনের কাজে। আজ মেলবোর্নে ফাউন্ডেশনের এক অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমি রিজওয়ানকে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চাই। কিন্তু ভুলবশত শাহিনকে অধিনায়ক করা হয়েছে।

কঠোর পরিশ্রম ও খেলার প্রতি মনোযোগের কারণে আমি রিজওয়ানের প্রশংসা করি। কে কী করল না করল, সেসবে ওর আগ্রহ নেই। ওর সবচেয়ে ভালো গুণ শুধু খেলার প্রতি মনোনিবেশ করা। সে সত্যিই একজন যোদ্ধা।'

ওই অনুষ্ঠানে শাহিন আফ্রিদি, মোহাম্মদ রিজওয়ানসহ পাকিস্তান দলের আরও কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। শহীদ আফ্রিদির মন্তব্য শুনে তাঁরা সবাই হেসে দেন।

জামাতা শাহিনের নেতৃত্ব নিয়ে এর আগেও নিজের অভিমত তুলে ধরেন শ্বশুর শহীদ আফ্রিদি। দুই বছর আগে লাহোর কালান্দার্সের নেতৃত্ব পাওয়ার পরেই শাহিনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আরও এক-দুই বছর অধিনায়কত্বের চিন্তা বাদ দিয়ে ওর শুধু বোলিংয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত।'

তবে লাহোরকে দুবার শিরোপা জিতিয়ে শাহিন তাঁর শ্বশুরকে ভুল প্রমাণ করেছেন। এবার জাতীয় দলের হয়েও নেতৃত্বগুণ দেখিয়ে শ্বশুরকে ভুল প্রমাণের পালা শাহিনের।

আইপিএলের আগে সমস্যায় কেকেআর, কলকাতার বিদেশি বোলার বাদ অন্য একটি লিগে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের নিলামে ২ কোটি টাকা দিয়ে আফগানিস্তানের স্পিনার মুজিব উর রহমানকে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু তাঁকে বিদেশের কোনও লিগে খেলার অনুমতি দেয়নি আফগানিস্তান ক্রিকেট সংস্থা। সেই খবর পাওয়ার পরে মুজিবকে প্রথম একাদশ থেকে বাদ দিয়েছে বিগ ব্যাশে তাঁর দল মেলবোর্ন রেনেগেডস। সেই একই সিদ্ধান্ত কি নিতে হবে কেকেআরকেও?

২০২৪ সালে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে সই করতে চাননি মুজিব। তিনি ছাড়া ফজলহক ফারুকি ও নবীন উল হকও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তাঁদের বিদেশের লিগে খেলার অনুমতি দেয়নি।

আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এই সিদ্ধান্তের কথা জানার পরে প্রথমে মেলবোর্ন জানিয়েছিল, তাদের কাছে কোনও বিজ্ঞপ্তি আসেনি। তাই বিগ ব্যাশের বাকি মরসুমে মুজিবের পাশে থাকবে দল। কিন্তু সোমবার একটি নতুন বিবৃতি দিয়ে মেলবোর্ন জানায়, আফগানিস্তান বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি তারা পেয়েছে। মুজিবকে পাওয়া যাবে না। সেই কারণে তাকে দলের বাইরে রাখা হয়েছে। কত দিনের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেটা অবশ্য জানায়নি মেলবোর্ন।

আইপিএলে মুজিবকে নিয়ে চাপে রয়েছে কেকেআরও। আফগান স্পিনারকে পাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যদি গোটা মরসুমেই মুজিবকে খেলানো না যায় তা হলে পরিবর্ত কোনও ক্রিকেটারকে নিতে পারে তারা। সেই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি কেকেআর।

মেসির সঙ্গে কি অবসরে যাবে তাঁর ১০ নম্বর জার্সিও

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন কি না; এই প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা। আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনির কথা, যত দিন মেসি খেলার মতো ফিট থাকবেন, দলে তাঁর জায়গা পাকা। মেসি নিজেও যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো বিশ্বকাপে খেলার বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু এখনো বলেননি। আসলে মেসি আর্জেন্টিনা দলের হয়ে আর কত দিন খেলবেন, সেটাও নিশ্চিত নয়।

বয়স হয়ে গেছে ৩৬ বছর। আর যে খুব বেশি দিন মেসি ফুটবল খেলবেন, তাও নয়। তা মেসি যখনই আর্জেন্টিনা দল থেকে অবসর নিন, জাতীয় দলকে বিদায় বলে দেওয়ার পর তাঁর জার্সিটা আর কাউকে পরতে দিতে চায় না আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। মেসির সঙ্গে তাঁর জার্সিকেও অবসরে পাঠানোর পরিকল্পনার কথা বলেছেন এএফএর প্রধান ক্লদিও তাপিয়া।

আর্জেন্টিনার একটি পত্রিকাকে বলা তাপিয়ার কথা স্পেনের সংবাদমাধ্যম মার্কা উদ্ধৃত করেছে এভাবে, 'মেসি যখন জাতীয় দল থেকে অবসর নেবে, আমরা তার জার্সি আর কাউকে পরতে দেব না। তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই ত১০দ আজীবনের জন্য অবসরে থাকবে। আমরা তার জন্য এটা করতে চাই।'

১০ নম্বর জার্সি অবসরে পাঠানোর উদ্যোগ এএফএর এটাই প্রথম নয়। আর্জেন্টিনাকে অধিনায়ক হিসেবে ১৯৮৬ বিশ্বকাপ জেতানো ডিয়েগো ম্যারাডোনার ১০ নম্বর জার্সিও অবসরে পাঠাতে চেয়েছিল তারা। ২০০২ বিশ্বকাপের আগে সেই সময়ের এএফএ প্রধান হুলিও গ্রোন্দনা এই ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু ফিফার নিয়মের কারণে সেই সময় তা হয়ে ওঠেনি। ফিফার টুর্নামেন্ট বা তাদের আয়োজনে যেকোনো ম্যাচে দলগুলোর খেলোয়াড়দের ১ থেকে ২৩ নম্বর জার্সি পরার কথা বলা আছে নিয়মে।

২০০২ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিখ্যাত ১০ নম্বর জার্সিটি পরেছিলেন আরিয়েল ওর্তেগা। তবে মেসি আসার আগে ম্যারাডোনার ১০ নম্বর জার্সির ভার সেভাবে বইতে পারেননি ওর্তেগা বা অন্য কেউ। ম্যারাডোনার মতো মেসিও আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন অধিনায়ক হিসেবে। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জয়ের আগে ২০২১ কোপা আমেরিকা ও ২০২২ সালে লা ফিনালিসিমা জিতেছেন আর্জেন্টিনার হয়ে ১৮০ ম্যাচ খেলে ১০৬ গোল করা মেসি।

২৪-এর ফুটবলে যে ৪ রোমাঞ্চের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফুটবলে বছরটা মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের;ইউরো, কোপা আমেরিকা, আফ্রিকান নেশনস কাপ আর এশিয়ান কাপ আছে এ বছর। চার বা দুই বছর বিরতির পর আসে বলে জাতীয় দল পর্যায়ের এই টুর্নামেন্টগুলো নিয়ে বাড়তি রোমাঞ্চ সব সময়ই থাকে।

সেই তুলনায় ক্লাব ফুটবল চলে প্রায় একই সূচি ও একই ধারা মেনে। তবে ২০২৪ সালে ক্লাব ফুটবল দেখতে পারে দারুণ কিছু ঘটনা, যা ফুটবলপ্রেমীদের নিশ্চিতভাবে রোমাঞ্চিত করবে। এর কোনোটি নতুনের আগমনী বার্তা, কোনোটি নতুন মোড়কের কারণে আবার কোনোটি কয়েক বছরের অপেক্ষার অবসানের কারণে। তেমনই কিছু রোমাঞ্চকর উপাদানে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক এবার।

আধিপত্যে ধাক্কা

ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে ঘুরেফিরে কয়েকটি দলই প্রতিবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে থাকে। গত এক দশকের মধ্যে প্রিমিয়ার লিগে লেস্টার সিটি ছাড়া হিসাবের বাইরে থেকে এসে তেমন কেউ চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। তবে চলতি ২০২৩-২৪ মৌসুমের লিগে সেই ধারা ভেঙে যাওয়ার আভাস দেখা যাচ্ছে। শীর্ষ পাঁচ লিগের চারটিতেই শিরোপা লড়াইয়ে আছে 'সিলেবাসের বাইরে' থাকা দল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে যেমন এই মুহূর্তে দ্বিতীয় স্থানে আছে অ্যাস্টন ভিলা। গত মৌসুমে সপ্তম হওয়া দলটি ২০২৩ সাল শেষে লিভারপুলের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ৪২ পয়েন্টের মালিক, পিছিয়ে শুধু গোল ব্যবধানে।

স্পেনের লা লিগায়ও চিত্রটা একই। দুই মৌসুম আগেও দ্বিতীয় স্তরে থাকা জিরোনা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে শিরোপার লড়াই দিচ্ছে। নতুন বছরের শুরুতে জিরোনা ও রিয়াল দুই দলের পয়েন্টই সমান। রিয়ালও পয়েন্ট তালিকায় এগিয়ে গোল ব্যবধানের কারণে।

প্রিমিয়ার লিগ আর লা লিগায় তাও প্রায়ই চ্যাম্পিয়নশিপে হাতবদল ঘটে, কিন্তু বুন্দেসলিগায় বায়ার্ন মিউনিখের দাপটটা একচ্ছত্র। টানা ১০ বছর ধরে বুন্দেসলিগা জেতা সেই বায়ার্নকে এবার হুমকি দিচ্ছে বায়ার লেভারকুসেন। মৌসুমের মাঝবিরতির সময় ৪২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লেভারকুসেন, ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে বায়ার্ন দ্বিতীয়।

ফরাসি লিগ আঁ-তেও পিএসজিকে অস্বস্তিতে রেখেছে নিস। যদিও ৫ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে কিলিয়ান এমবাপ্পের দল। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে একমাত্র ইতালির সিরি আ-তেই বড় দলগুলোই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। এখানে শীর্ষ তিনে ইন্টার মিলান, জুভেন্টাস ও এসি মিলান।

পরবর্তী প্রজন্মের উত্থান

২০২৩ সালে ফুটবলবিশ্বে নতুন তারকা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন জুড বেলিংহাম। বরুসিয়া ডর্টমুন্ড থেকে রিয়াল মাদ্রিদে নাম লেখানো এই ইংলিশ মিডফিল্ডার ছাড়া সেভাবে আর কেউ নাম ছড়াতে পারেননি। তবে ২০২৪ সালে বেশ কয়েকজন নতুন তারকার আবির্ভাব দেখতে পারে ফুটবল। এর মধ্যে ম্যানচেস্টার সিটিতে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকা আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড ক্লদিও এচেভেরি, বার্সেলোনায় যোগ দিতে যাওয়া ব্রাজিলিয়ান ভিতর রকি, রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে যাওয়া এনদ্রিক ও এরই মধ্যে যোগ দেওয়া আর্দা গুলেরদের ভাবা হচ্ছে আগামীর তারকা।

এ ছাড়া বেনফিকার জোয়াও নেভেস, কোপেনহেগেনের রুনি ব্রাডজি, করিন্থিয়ানসের গ্যাব্রিয়েল মোসকার্দোরাও আছেন সম্ভাবনার তালিকায়। সব মিলিয়ে ২০২৪ সাল ফুটবলে আগামী প্রজন্মের উত্থানের বছর হওয়ার সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে।

নতুন চ্যাম্পিয়নস লিগ

বিশ্বজুড়ে ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে জনপ্রিয় টুর্নামেন্ট হচ্ছে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ। ইউরোপীয় ক্লাবগুলোকে নিয়ে হওয়া এই টুর্নামেন্টে এবার নতুনত্ব আসছে। ৩২ দলের পরিবর্তে ৩৬ দল খেলবে চ্যাম্পিয়নস লিগে। প্রতিটি দল প্রথম পর্বে খেলবে আটটি করে ম্যাচ। এত দিন বৃহস্পতিবার রাত ইউরোপা লিগ এবং ইউরোপা কনফারেন্স লিগের জন্য বরাদ্দ ছিল, এবার সেটা থাকছে না।

সব মিলিয়ে প্রথম মৌসুমটা অনেকের কাছে হয়তো গোলমেলে লাগতে পারে, তবে এর মাধ্যমে একঘেয়েমি ধারা থেকেও চ্যাম্পিয়নস লিগ বেরিয়ে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এমবাপ্পে-ধাঁধাঁর অবসান

অর্ধযুগ আগে থেকে কিলিয়ান এমবাপ্পের দিকে চোখ রিয়াল মাদ্রিদের। এর মধ্যে ২০২২ সালে স্প্যানিশ ক্লাবটি তাঁকে দলে প্রায় ভিড়িয়েই ফেলেছিল। কিন্তু সেবার তো বটেই, ২০২৩ গ্রীষ্মকালীন মৌসুমেও এমবাপ্পে আর রিয়ালে যাননি। অথচ প্রতিবছরই তাঁর পিএসজি ছাড়া নিয়ে দলবদল বাজারে জোর আলোচনা ছিল, ফরাসি প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে তাঁর পিএসজিতে থাকা না থাকার বিষয়। তবে এত সব আলোচনা-বিতর্কের অবসান হতে পারে এ বছরই। কারণ, পিএসজির সঙ্গে ২০২৪ সালে চুক্তি শেষ হচ্ছে এমবাপ্পের। নতুন কোনো নাটকীয়তা না দেখা গেলে এমবাপ্পের দলবদল দেখা যেতে পারে এ বছরই।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**